ইউনিট ৪

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ ব্যবস্থাপনা নীতি

ভূমিকা

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আমানত সংগ্রহ করা ও ঋণ দেওয়া। আমানতকারীদের বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে যে আমানত সংগ্রহ করা হয় সেই আমানত থেকেই ব্যাংক বিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণ করে বাকি অংশ ঋণ হিসাবে বিতরণ করে ও বিনিয়োগ করে। যেহেতু আমানতের অর্থ থেকেই ঋণ দেওয়া হয়, তাই ঋণ ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করতে না পারলে ব্যাংককে বড় ধরনের আর্থিক ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়। সঠিকভাবে ঋণ বিশ্লেষণ করা বলতে বুঝায়, কোন আবেদনকারীকে ঋণ দেওয়া যেতে পারে, কোন কোন খাতে ঋণ দেওয়া যেতে পারে, কোন মেয়াদের জণ্য ঋণ দেওয়া যেতে পারে, কোন জামানতের বিপরীতে ঋণ দেওয়া যেতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এভাবে ঋণ বিশে□ষণ করে ঋণ দেওয়া, ঋণগ্রহীতার ঋণ ব্যবহারের তদারকি করা ও মেয়াদ শেষে ঋণের অর্থ আদায় করার এই সামগ্রীক ব্যবস্থাপনাকেই ঋণ ব্যবস্থাপনা বলে। মোটকথা কোন ব্যাংকের সামগ্রীক সফলতা নির্ভর করে তার ঋণ ব্যবস্থাপনার সফলতার উপরে। এই ইউনিটে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ কী, এর প্রকারভেদ, ঋণ ও বিনিয়োগের পার্থক্য আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়া, ঋণ মঞ্জুরের বিবেচ্য বিষয়, জামানত সম্পর্কে বিস্ড়রিত জানতে পারবেন। এবার আসুন নিচের পাঠগুলো শেষ করে বিষয়গুলো জেনে নিই।

পাঠ- ১ ঋণের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যাংক ঋণের সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- ব্যাংক ঋণের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন
- ঋণ ও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন
- চাহিদা আমানত ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- প্রাথমিক ও উৎপন্ন আমানতের বিষয় বর্ণনা করতে পারবেন
- কেন ও কিভাবে চাহিদা আমানত নগদ অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেটির একটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন

ব্যাংক ঋণ কি

ব্যাংক তার তহবিল থেকে জনগণ বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে যে ঋণ দেয় তাকে ব্যাংকের ঋণ, অগ্রিম বা আগাম বলে। ব্যাংক, বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারীদের কাছ থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে তা থেকে বিধিবদ্ধ তারল্য হিসাবে একটা অংশ সংরক্ষণ করে বাকি অংশ ঋণ দেয়। ক্ষেত্র বিশেষে কিছু অংশ বিনিয়োগ করলেও ব্যাংকের তহবিল ব্যবহারের মূল ক্ষেত্র হলো ঋণ বা অগ্রিম প্রদান। নিচে ব্যাংক ঋণের কিছু সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো ঃ

১. Prof. Hanson এর মতে ঋণ হিসাবের মাধ্যমে বা জমাতিরিক্ত ঋণ হিসাবে ব্যাংক তার মক্কেলকে যে অগ্রিম দিয়ে থাকে তাকে ব্যাংক ঋণ বলে।

২. Oxford Dictionary অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সাধারণত একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট সুদের হারে মক্কেলকে দেওয়া হলে তাকে ব্যাংক ঋণ বা ব্যাংকের আগাম বলে।

৩. বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যাংকবিষয়ক লেখক অধ্যাপক ডঃ এ আর খান এর মতে ব্যাংক ঋণ বলতে ব্যাংক কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে অর্থের তাৎক্ষণিক ব্যবহারের সুযোগ দেওয়াকে বুঝায় যা সে পূর্বসম্মত কোন ভবিষ্যত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করবে।

উপরের সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় ব্যাংক তার আমানত হিসাবে সংগৃহীত তহবিল মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ঋণ হিসাবে দিলে তাকে ব্যাংকের ঋণ বলে। ব্যাংক সাধারন ঋণ বা ধার, নগদ ঋণ ও জমাতিরিক্ত ঋণ এই তিন ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে।

ব্যাংক ঋণের প্রকারভেদ

বর্তমান যুগে ঋণ গ্রহীতাদের নানা ধরনের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের ঋণ মঞ্জুর করে থাকে। ঋণের প্রকৃতি, ঋণের ব্যবহার ও ঋণের মেয়াদ এই তিন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের প্রকারভেদ নিচে আলোচনা করা হলো:

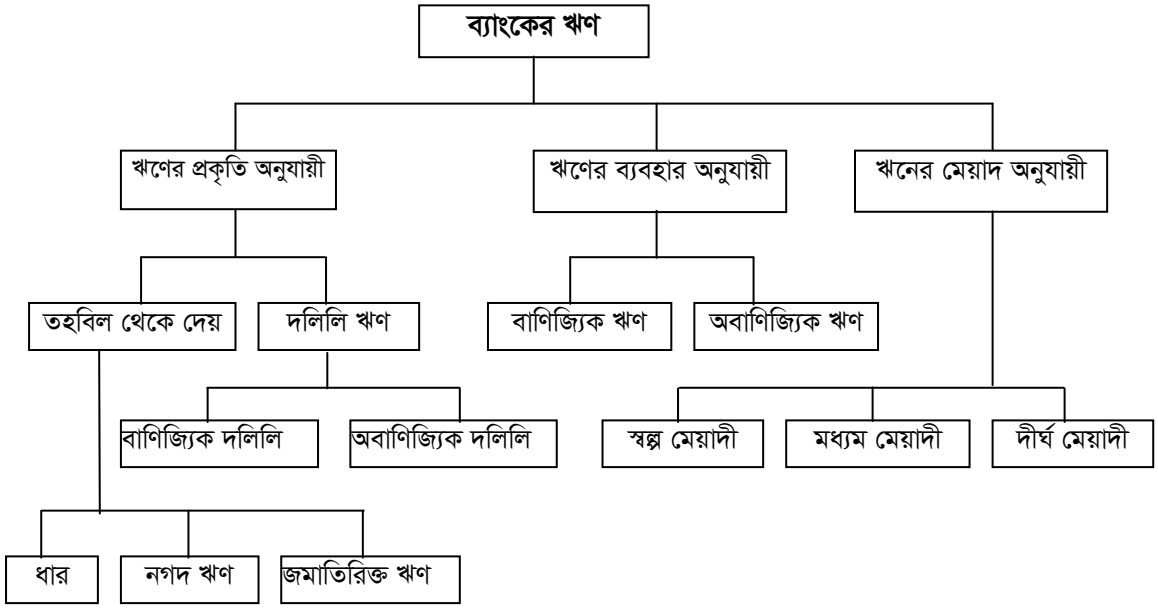

ক) ঋণের প্রকৃতি অনুযায়ী

১. তহবিল থেকে দেয় ঋণ

ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল থেকে যে সব ঋণ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চলতি হিসাব বা ঋণ হিসাবের মাধ্যমে নগদে দিয়ে থাকে তাকে তহবিল থেকে দেয় ঋণ বলে। নিচে তিন ধরনের তহবিল থেকে দেয় ঋণ আলোচনা করা হলোঃ

⇒ **ধার (Loan):** ব্যাংক যখন মঞ্জুরীকৃত ঋণ নগদে না দিয়ে একটি ঋণ হিসাবের মাধ্যমে দিয়ে থাকে তাকে ধার বলে। এই ঋণ হিসাবের মঞ্জুরীকৃত সম্পূর্ণ অর্থ স্থানান্ড়র করা হয়। গ্রাহক একসাথে অথবা বিভিন্ন সময়ে চেক কেটে এই অর্থ তুলতে পারে। তবে অর্থ স্থানান্ড়রের দিক থেকে মঞ্জুরীকৃত সম্পূর্ণ ঋণের উপরই গ্রাহককে সুদ দিতে হয়। এই অর্থ পূর্ব নির্ধারিত কিস্ড়ি মোতাবেক বা একবারেই গ্রাহক পরিশোধ করে। সাধারণত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ব্যাংক এ ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে।

⇒ **নগদ ঋণ (Cash Credit):** পণ্য অথবা অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে ব্যাংক চলতি হিসাবের মাধ্যমে যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে নগদ ঋণ বলে। এজন্য ব্যাংক গ্রাহককে নগদ ঋণ হিসাব বা Cash Credit Account খুলতে বলে বা তার নামের আগের কোন মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থ জমা দেখায়। চেক কেটে গ্রাহক এই ঋণের অর্থ উত্তোলণ করতে পারে। গ্রাহক যে পরিমাণ অর্থ উঠায় তার উপরে সুদ দিতে হয় এবং একাধিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করা যায়।

⇒ **জমাতিরিক্ত ঋণ (Bank Overdraft):** ব্যাংক কোন মক্কেলকে চলতি হিসাবে তার জমার অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলণের সুযোগ দিলে তাকে জমাতিরিক্ত ঋণ বলে। অর্থের সাময়িক প্রয়োজনে মূলত গ্রাহকগণ এই ঋণের সুযোগ গ্রহণ করে। গ্রাহক যে পরিমাণ অর্থ উঠায় কেবলমাত্র তার উপরই সুদ দিতে হয়।

২. দলিলি ঋণ

ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার দলিলপত্র ইস্যুর মাধ্যমে মক্কেলদের যে ঋণ দেয় তাকে দলিলি ঋণ বলে। এতে ব্যাংক নগদ অর্থে ঋণ দেয় না, কিন্তু নিজের সুনাম ও বিশ্বাস ধার দিয়ে গ্রাহকদের আর্থিক কাজে সহযোগিতা করে। নিচে দুই ধরনের দলিলি ঋণ আলোচনা করা হলো:

⇒ **বাণিজ্যিক দলিলি ঋণ (Commercial Documentary Credit):** ব্যবসা বাণিজ্যে সহযোগিতার জন্য ব্যাংক যে সমস্ড় দলিলি ঋণ দেয় তাকে বাণিজ্যিক দলিলি ঋণ বলে। যেমন, এলসি বা প্রত্যয়নপত্র, পে-অর্ডার, ব্যাংক গ্যারান্টি পত্র ইত্যাদি।

⇒ **অবাণিজ্যিক দলিলি ঋণ (Non-Commercial Documentary Credit):** মক্কেলদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ব্যাংক যে সব দলিলি ঋণ দিয়ে থাকে তাকে অবাণিজ্যিক দলিলি ঋণ বলে। ভ্রমণকারীর চেক, ভ্রমণকারীর প্রত্যয়নপত্র ইত্যাদি এ জাতীয় অবাণিজ্যিক দলিলি ঋণের উদাহরণ।

খ) ঋণের ব্যবহার অনুযায়ী

১. বাণিজ্যিক ঋণ (Commercial Credit)

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গড়ে উঠা শিল্প কারখানা পরিচালনার জন্য এবং আভ্যন্ড়রীণ/ বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহারের জন্য ব্যাংক যে ঋণ দিয়ে থাকে তাকে বাণিজ্যিক ঋণ বলে। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নিজস্ব তহবিল থেকে বা দলিলের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে বাণিজ্যিক ঋণ দিয়ে থাকে।

২. অবাণিজ্যিক ঋণ (Non-Commercial Credit)

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যাংক যে ঋণ দিয়ে থাকে তাকে অবাণিজ্যিক ঋণ বলে। যেমন, ঘরবাড়ি নির্মাণ, গৃহস্থালীর দ্রব্য কেনা, শিক্ষা ব্যয় বহন করা ইত্যাদি কাজের জন্য মক্কেলদের এই ধরণের ঋণ দেওয়া হয়।

গ) ঋণের মেয়াদ অনুযায়ী

১. স্বল্প মেয়াদী ঋণ (Short Term Credit)

খুব অল্প সময়ের জন্য ব্যাংক গ্রাহকদের যে ঋণ দিয়ে থাকে তাকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ বলে। এই মেয়াদ কয়েক ঘন্টা থেকে সর্বোচ্চ ১ বছর হতে পারে। নগদ ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ, চাওয়া মাত্র দেয় ঋণ ইত্যাদি স্বল্পমাত্র ঋণের উদাহরণ।

২. মধ্যম মেয়াদী ঋণ (Mid Term Credit)

ব্যাংক গ্রাহকদের ১ থেকে ৫ বছরের জন্য যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে মধ্যম মেয়াদী ঋণ বলে। সাধারণত স্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক খাতে এই ঋণ দেওয়া হয়। এই ঋণে সুদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

৩. দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (Long Term Credit)

কমপক্ষে ৫ বছর বা তার বেশি মেয়াদের জন্য ব্যাংক যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ বলে। মিল-কারখানা তৈরী, বাড়ি তৈরী, জমি বা যন্ত্রপাতি কেনা ইত্যাদি খাতে ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে এ ধরনের ঋণ দেওয়া হয়।

ঋণ ও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য

বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে যে আমানত সংগ্রহ করে তা ব্যবহারের প্রধান দুটি খাত হলো ঋণ দেওয়া ও বিনিয়োগ করা। এই দুটি খাত থেকেই ব্যাংক তার মুনাফার সবচেয়ে বড় অংশ অর্জন করে। একই উদ্দেশ্যে উভয় খাতে অর্থ কাজে লাগানো হলেও এই দুই খাতের মধ্যে যথেষ্ট প্রকৃতগত পার্থক্য আছে। নিচে একটি ছকের মাধ্যমে পার্থক্যগুলো দেখানো হলো:

পার্থক্যের বিষয়	ঋণ	বিনিয়োগ
১. সংজ্ঞা	ব্যাংক তার মক্কেলকে নির্দিষ্ট সুদে বা লাভে যে আর্থিক সুবিধা দেয় তাকে ঋণ বলে।	অপেক্ষাকৃত বেশি মুনাফা লাভের আশায় বিভিন্ন খাতে নিজেই অর্থ খাটানো বা পুঁজি বৃদ্ধি করাকে বিনিয়োগ বলে।
২. উদ্দেশ্য	আসলের সাথে নির্দিষ্ট হারে সুদ বা মুনাফা অর্জন।	প্রয়োজনীয় তারল্য সংরক্ষণের জন্য স্বল্পমেয়াদী বন্ড কেনা অথবা বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করা।
৩. আয়ের ধরন	সুদ বা মুনাফা থেকে আয়, এছাড়াও অতিরিক্ত চার্জ বা দন্ড সুদ থেকে আয়।	শেয়ার কেনা হলে লভ্যাংশ, বোনাস শেয়ার ও শেয়ারের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় অনির্দিষ্ট আয়। অন্যদিকে ঋণপত্র কেনা হলে তার উপর একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ বা মুনাফা থেকে আয়া।
৪. রূপান্তরযোগ্যতা	ঋণের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত পাওয়া যায়। তাই এই সময়ের আগে একে অর্থে রূপান্ড়র করার তেমন সুযোগ থাকে না।	বন্ড বা সিকিউরিটিজ যে কোন সময় মাধ্যমিক বাজারে বিনিয়োগ করে অর্থ সংগ্রহ করা যায়।
৫. তারল্যের সুযোগ	নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে যেহেতু ঋণের অর্থ বা এর কিস্ড়ি ফেরত পাওয়া যায় না, তাই তরল বা নগদ অর্থের প্রয়োজনে একে কাজে লাগানো কঠিন।	এক্ষেত্রে বন্ড বা সিকিউরিটিজ মাধ্যমিক বাজারে বিক্রি করা যায় বলে বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রেখে ঋণ নেয়া যায় বলে তারল্যের সুযোগ বেশি থাকে।
৬. কাজের আওতা	ঋণদান কাজের আওতা সীমাবদ্ধ। ব্যাংক কেবল তার পরিচিত এবং কাছের মক্কেল বা গ্রাহকদের ঋণ দিয়ে থাকে।	অধিক আয়ের সুযোগ রয়েছে এমন যে কোন স্থানে বা বন্ড-সিকিউরিটিজে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়।
৭. যোগাযোগ	ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সরাসরি পরিচিতি ও যোগাযোগের প্রয়োজন পড়ে।	এক্ষেত্রে ব্যাংকের সাথে বন্ড বা সিকিউরিটিজ বিক্রেতার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রয়োজন পড়ে না।
৮. দর কষা-কষি	সুদের হার ও শর্তাবলী কি হবে এ নিয়ে ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার মধ্যে দর কষা-কষির সুযোগ থাকে। ব্যাংক ভালো মক্কেলদের জন্য যথেষ্ট ছাড় দিতেও রাজি থাকে।	ট্রেজারি বিল, বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি প্রাথমিক ইস্যু থেকে কেনার ক্ষেত্রে দর কষা-কষির কোনই সুযোগ থাকে না।
৯. জামানত	ঋণের বিপক্ষে ব্যাংক ব্যক্তিক বা অব্যক্তিক বা উভয় ধরনের জামানত সংগ্রহ করে।	বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জামানত সংরক্ষণের কোনই সুযোগ নেই। শেয়ার বা ঋণপত্রে উলে□খিত প্রতিশ্র"তিই এক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে করা হয়।
১০. কার্যকারিতার সমাপ্তি	ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ সুদে-আসলে ফেরত দিলে ঋণ চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়।	নির্দিষ্ট মেয়াদী বিল, বন্ড ও ঋণপত্রের ক্ষেত্রে এর মেয়াদ পূরণ হলে এবং শেয়ারের বেলায় মাধ্যমিক বাজারে তা বিক্রি করা হলে বিনিয়োগের পরিসমাপ্তি হয়।

চাহিদা আমানত ও ঋণ

যে আমনতের অর্থ চাওয়ামাত্র ব্যাংক তার মক্কেলকে বা মক্কেলের প্রতিনিধিকে দিতে বাধ্য থাকে তাকে চাহিদা আমানত বলে। এই চাহিদা আমানত মক্কেলদের প্রাথমিক জমা থেকেও সৃষ্টি হতে পারে অথবা মঞ্জুরীকৃত ঋণ থেকেও সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ব্যাংক যখন তার মক্কেলকে ঋণ দেয় তখন তা নগদে না দিয়ে মক্কেলকে ঐ ব্যাংকে একটি আমানত হিসাব খুলতে বলে এবং ঋণের টাকা ঐ আমানত হিসাবে জমা করে। ঋণ গ্রহীতা চেক কেটে তার আমানত হিসাব থেকে প্রয়োজন মাফিক ঐ টাকা

তুলতে পারে। ব্যাংক আবার এই আমানতের একটি অংশ বিধিবদ্ধ রিজার্ভ সংরক্ষণ করে বাকি অংশ আরেকজনকে ঋণ হিসাবে দিতে পারে। এভাবে প্রতিটি ঋণ আমানতের সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি আমানত থেকে আবারও ঋণের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে আসলে নগদ টাকা আমানত হিসাবে থাকে না বরং ঋণ গ্রহীতার চাহিদা আমানত হিসাবে থাকে। সুতরাং বলা যায় ঋণ গ্রহীতাদের ঋণের অর্থ যে আমানত সৃষ্টি করে তাকে চাহিদা আমানত বলে।

প্রাথমিক ও উৎপন্ন আমানত

যে আমানতের অর্থ চাওয়া মাত্র ব্যাংক তার মক্কেলকে বা তার প্রতিনিধিকে দিতে বাধ্য থাকে তাকে চাহিদা আমানত বলে। সাধারণভাবে চলতি হিসাব ও সঞ্চয়ী হিসাবে মক্কেল যে অর্থ, চেক বা অন্য কোন আদায়যোগ্য দাবী জমা করে তাকে চাহিদা আমানত বলে। কিন্তু গ্রাহকদের নামে যে ঋণ মঞ্জুর করে তাও নগদে না দিয়ে মক্কেলের ঋণ হিসাবে বা চলতি হিসাবে জমা করে। এতেও চাহিদা আমানতের সৃষ্টি হয়। সুতরাং উৎসের দিক থেকে চাহিদা আমানতকে দুইভাবে ভাগ করা যায়। যথা: প্রাথমিক চাহিদা আমানত ও উৎপন্ন চাহিদা আমানত।

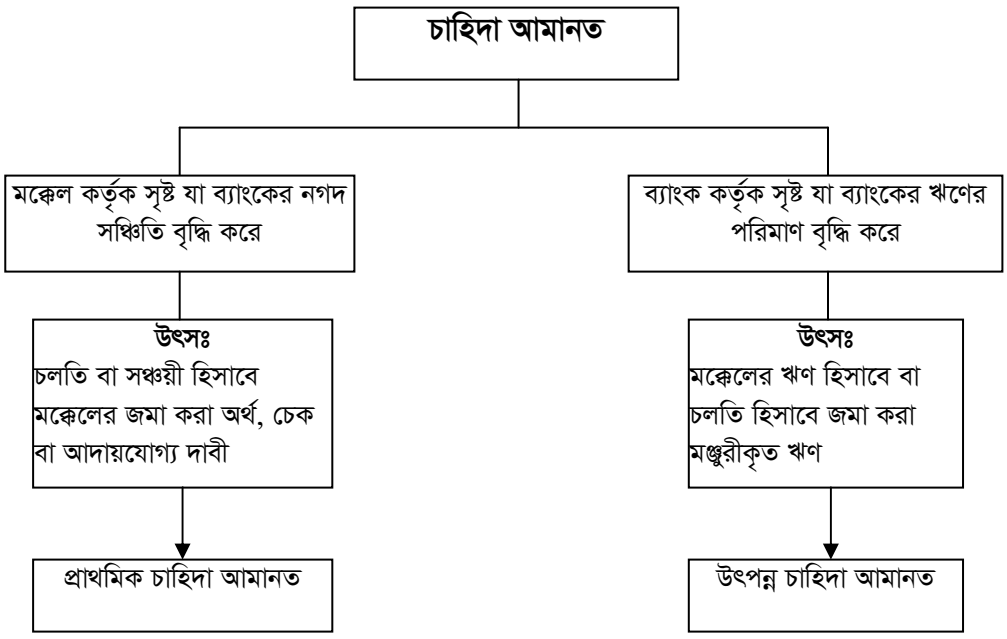

ক) প্রাথমিক চাহিদা আমানত

চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাব খুলে মক্কেল ঐ হিসাবে যে অর্থ জমা করে তাকে প্রাথমিক আমানত বা প্রাথমিক চাহিদা আমানত বলে। এই হিসাবে শুধুমাত্র নগদ অর্থই জমা করা হয় না বরং চেক বা অন্য যেকোন আদায়যোগ্য দাবীও আমানত হিসাবে জমা করা যায়। *এ.এ. ঝবঃযর* বলেন প্রকৃত নগদ অর্থের জমা (অথবা চেক ও অন্য নগদ দাবী) থেকে প্রাথমিক আমানতের সৃষ্টি হয়। এই আমানত জমার ফলে বাইরে থেকে অর্থ এসে ব্যক্তিক আমানত হিসাবে ব্যাংকে জমা হয়। প্রাথমিক আমানত জমার ফলে জমাগ্রহণকারী ব্যাংকের নদ সঞ্চিতি বৃদ্ধি পায়। মনে করি, সুজন তার সঞ্চয়ী হিসাবে নগদ ১০০০ টাকা এবং অন্য ব্যক্তি থেকে পাওয়া একটি ৫০০০ টাকার চেক জমা করলো। এক্ষেত্রে সুজনের হিসাবে মোট ৬০০০ টাকার চাহিদা আমানত সৃষ্টি হলো এবং ব্যাংকের নগদ সঞ্চিতি একই পরিমাণ বৃদ্ধি পেলো।

খ) উৎপন্ন চাহিদা আমানত

যে আমানত সাধারনভাবে মক্কেল কর্তৃক আমানত হিসাবে ব্যাংকে জমা করা হয় না বরং বাণিজ্যিক ব্যাংক তার বিশেষ কৌশলে প্রাথমিক আমানতের উপর নির্ভর করে সৃষ্টি করে তাকে উৎপন্ন আমানত বা উৎপন্ন চাহিদা আমানত বলে। *এ.এ. ঝবঃযর* এর মতে উৎপন্ন আমানত বলতে ঐ আমানতকে বুঝায় যা ব্যাংক নিজের বিপক্ষে ও ঋণ গ্রহীতার পক্ষে সৃষ্টি করে, অথবা ব্যাংক

কোন সম্পত্তি বা সিকিউরিটিজ কিনলে বিক্রেতার পক্ষে সৃষ্টি করে। অর্থাৎ উৎপন্ন আমানত সৃষ্টির বিষয়টি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে এবং এই আমানতের সবটাই ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

উৎপন্ন আমানত নিম্নলিখিত দুইভাবে সৃষ্টি হতে পারে:

১. ঋণ মঞ্জুরের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি

বাণিজ্যিক ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ মঞ্জুর করে তখন ঐ ঋণ নগদে না দিয়ে তাকে একটি আমানত হিসাব খুলতে বলে অথবা আগে থেকেই চালু আছে তার এমন একটি আমানত হিসাবে ঋণের টাকা স্থানান্ড়র করে। ফলে হিসাবের স্বাভাবিক নিয়মে ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে ব্যাংকে নগদ অর্থ জমা না হওয়ায় নগদ সঞ্চিতিতে আসলে কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু এই কৌশলের কারণে মোট চাহিদা আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আমানত বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংক তার স্বাভাবিক নিয়মে এ থেকে প্রয়োজনীয় তারল্য সঞ্চিতি রেখে আবার অন্য কাউকে ঋণ দেয় এবং তা একই নিয়মে আমানত হিসাবে জমা হয়। ফলে অনেকটা জ্যামিতিক হারে উৎপন্ন আমানতের সৃষ্টি হয়। ধরি, ব্যাংক শাফিনকে ১০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে তা শাফিনের আমানত হিসাবে জমা করলো। এক্ষেত্রে ব্যাংকের মোট ঋণের পরিমাণ ১০০ টাকা বেড়ে গেল এবং আমানতের পরিমাণও ১০০ টাকা বেড়ে গেল। কিন্তু নগদ কোন টাকা জমা না হওয়ায় ব্যাংকের নগদ সঞ্চিতির পরিমাণ একই থাকলো। এই ১০০ টাকা আমানত থেকে ২০ টাকা তারল্য সঞ্চিতি রেখে ব্যাংক ৮০ টাকা সুজনকে ঋণ হিসাবে দেয় এবং একইভাবে তা সুজনের আমানত হিসাবে জমা করে। এখন ব্যাংকের মোট ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেল (১০০ + ৮০) = ১৮০ টাকা এবং আমানতের পরিমাণ বেড়ে গেল (১০০ + ৮০) = ১৮০ টাকা। তবে এবারও নগদ টাকা ব্যাংকে জমা না হওয়ায় ব্যাংকের সঞ্চিতি একই থাকলো। অর্থাৎ মঞ্জুরীকৃত ঋণ আমানতের সৃষ্টি করছে এবং আমানত নতুন করে ঋণের সৃষ্টি করছে।

২. সম্পদ বা সিকিউরিটিজ ক্রয়ের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি

বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন সম্পদ বা সিকিউরিটিজ কিনলে এর মূল্য নগদে পরিশোধ না করে ব্যাংকের কোন নিজস্ব শাখায় পরিশোধযোগ্য দাগকাটা চেক দেয়। ফলে বিক্রেতা বাধ্য হয়ে ঐ চেক ঐ ব্যাংকের কোন হিসাবে জমা দেয় বা নতুন করে হিসাব খুলে জমা দেয়। চেকটি ঐ হিসাবে জমা হওয়ায় ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ বাড়ে এবং আমানত বেড়ে যাওয়ায় আগের নিয়মে ঋণের পরিমাণও বাড়ে। ঋণ আবারও আমানত সৃষ্টি করে। এভাবেই উৎপন্ন আমানত সৃষ্টি হতে থাকে।

কোন ব্যাংক কতটা উৎপন্ন চাহিদা আমানত সৃষ্টি করতে পারবে তা ব্যাংকের প্রাথমিক চাহিদা আমানতের পরিমাণের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। প্রাথমিক আমানত থেকেই যেহেতু তারল্য সঞ্চিতি জমা রেখে বাকিটা ঋণ এবং তা থেকেই উৎপন্ন আমানত সৃষ্টি হতে থাকে তাই প্রাথমিক আমানত যত বেশি হবে ব্যাংকের উৎপন্ন আমানত তত বেশি হবে।

চাহিদা আমানত কিভাবে নগদ অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়

বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা বর্তমানে এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে, এর চাহিদা আমানত নগদ অর্থের মতোই বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হচ্ছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইস্যু করা চেক, ব্যাংক ড্রাফ্ট, পে-অর্ডার ইত্যাদি ব্যবহার করে আজকাল মানুষ নগদ অর্থের মতো লেনদেন ও দেনা পরিশোধ করে। ব্যাংক তার আমানতকারীকে চেকের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনে সুযোগ দেয়। যে অর্থ চাওয়া মাত্র ব্যাংক পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে। ব্যাংক তার চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের আমানকারীদেরকে এরকম সুযোগ দিয়ে থাকে। ফলে এ আমানত চাহিদা আমানত হিসাবে গণ্য হয়, যা আমানতকারী নগদ অর্থের মতো ব্যবহার করতে পারে। গ.ঈ. ঠধরংয এর মতে চাহিদা আমানত নগদ অর্থের মতো কারণ, আমানতকারী চেক কেটে লেনদেন করতে পারে এবং ব্যাংক এ ধরনের চেকের অর্থ চাওয়া মাত্র তার আমানতকারীর আমানত থেকে দিতে বাধ্য থাকে। উপরের সংজ্ঞা দুটি বিশে□ষণ করলে দেখা যায় যে, চাহিদা আমানতের মালিক যে কোন সময় চেক কেটে অর্থ তুলতে পারে বা লেনদেনে এরকম চেক নগদ অর্থের মতো ব্যবহার করতে পারে। চাহিদা আমানতকে নগদ অর্থের মতো ব্যবহার করলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো পাওয়া যায়।

- ✓ নগদ অর্থের ব্যবহার অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, তা খুব সহজেই চোর-ডাকাত বা ছিনতাইকারীদের নজরে পড়ে। ফলে টাকা যে দেয় এবং যে নেয় তারা উভয়েই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। তবে ব্যাংকের চেক, বিশেষ করে দাগ কাটা চেক ব্যবহার করলে এ ধরনের ঝুঁকি থাকে না বললেই চলে।
- ✓ নগদ টাকা গুণতেও অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন, গুণতে ভুল হওয়া, জাল টাকা বা ছেঁড়া টাকা গ্রহণ করা ইত্যাদি। চেক ব্যবহার করে এই সমস্ড় ঝামেলা পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায়।

- ✓ নগদ অর্থ সংরক্ষণ অনেক ঝুঁকিপূর্ণ এবং খরচসাধ্য। তাই নগদ অর্থের পরিবর্তে চেক ব্যবহার করলে এই ঝুঁকি ও ব্যয় অনেক কমে আসে।
- ✓ নগদ অর্থ লেনদেন করলে মানুষের খরচের প্রবণতা বেড়ে যায়। কিন্তু চেক ব্যবহার করলে মিতব্যায়িতা সহজ হয়।
- ✓ নগদ অর্থ লেনদেনের হিসাব রাখতে গিয়ে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু চেক কেটে লেনদেন করা হলে ব্যাংক তার মক্কেলের পক্ষে হিসাব সংরক্ষণ করে। এতে ভুলের সম্ভাবনা কমে যায়।
- ✓ নগদ অর্থ কেবলমাত্র বর্তমান সময়েই লেনদেন করা যায়। কিন্তু ভবিষ্যতের কোন তারিখে চেক কেটে বর্তমান সময়ে ভবিষ্যতের লেনদেন করা যায়।
- ✓ দূরের কোন লেনদেনে অর্থ বহন করা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। অথচ চেক কেটে আমরা সহজেই দূরের কোন লেনদেন পরিশোধ করতে পারি। বর্তমান কম্পিউটার প্রযুক্তির যুগে চেক সয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ব্যাংকের দেশ বিদেশের যে কোন শাখা থেকে সহজেই অর্থ তোলা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, বর্তমান যুগে নগদ অর্থ লেনদেন করা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ও ঝামেলাপূর্ণ। তাই বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীগণ ব্যাংকে চাহিদা আমানত হিসাব খুলে চেকের মাধ্যমে লেনদেন করে। এভাবেই ব্যাংকের চাহিদা আমানত নগদ অর্থের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে।

পাঠ সংক্ষেপ: ৪.১

- ব্যাংক তার তহবিল থেকে জনগণ বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে যে ঋণ দেয় তাকে ব্যাংকের ঋণ, অগ্রিম বা আগাম বলে।
- প্রকৃতি অনুযায়ী ঋণ দুই ধরনের হতে পারে, যথা: নিজ তহবিল থেকে দেয় ঋণ এবং দলিলি ঋণ।
- ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল থেকে যে সব ঋণ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চলতি হিসাব বা ঋণ হিসাবের মাধ্যমে নগদে দিয়ে থাকে তাকে তহবিল থেকে দেয় ঋণ বলে। এই ঋণ তিন ধরনের হয়, যথা: ধার, নগদ ঋণ এবং জমাতিরিক্ত ঋণ।
- ব্যাংক যখন মঞ্জুরীকৃত ঋণ নগদে না দিয়ে একটি ঋণ হিসাবের মাধ্যমে দিয়ে থাকে তাকে ধার বলে।
- পণ্য অথবা অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে ব্যাংক চলতি হিসাবের মাধ্যমে যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে নগদ ঋণ বলে।
- ব্যাংক কোন মক্কেলকে চলতি হিসাবে তার জমার অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলণের সুযোগ দিলে তাকে জমাতিরিক্ত ঋণ বলে।
- ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার দলিলপত্র ইস্যুর মাধ্যমে মক্কেলদের যে ঋণ দেয় তাকে দলিলি ঋণ বলে। এই ঋণ দুই ধরণের হতে পারে, যথা ঃ বাণিজ্যিক দলিলি ঋণ এবং অবাণিজ্যিক দলিলি ঋণ।
- ব্যবহার অনুযায়ী ঋণ দুই ধরনের হতে পারে, যথা: বাণিজ্যিক ঋণ ও অবাণিজ্যিক ঋণ।
- বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গড়ে উঠা শিল্প কারখানা পরিচালনার জন্য এবং আভ্যন্ড়রীণ/ বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহারের জন্য ব্যাংক যে ঋণ দিয়ে থাকে তাকে বাণিজ্যিক ঋণ বলে।
- বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যাংক যে ঋণ দিয়ে থাকে তাকে অবাণিজ্যিক ঋণ বলে।
- মেয়াদ অনুযায়ী ঋণ তিন ধরনের হতে পারে, যথা ঃ স্বল্প মেয়াদী, মধ্যম মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী।
- যে আমনতের অর্থ চাওয়ামাত্র ব্যাংক তার মক্কেলকে বা মক্কেলের প্রতিনিধিকে দিতে বাধ্য থাকে তাকে চাহিদা আমানত বলে। চাহিদা আমানত দুই ধরনের, যথা ঃ প্রাথমিক আমানত ও উৎপন্ন আমানত।
- চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাব খুলে মক্কেল ঐ হিসাবে যে অর্থ জমা করে তাকে প্রাথমিক আমানত বা প্রাথমিক চাহিদা আমানত বলে।
- যে আমানত সাধারনভাবে মক্কেল কর্তৃক আমানত হিসাবে ব্যাংকে জমা করা হয় না বরং বাণিজ্যিক ব্যাংক তার বিশেষ কৌশলে প্রাথমিক আমানতের উপর নির্ভর করে সৃষ্টি করে তাকে উৎপন্ন আমানত বা উৎপন্ন চাহিদা আমানত বলে।
- ব্যাংক তার চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের আমানকারীদেরকে চেকের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনে সুযোগ দেয়। ফলে এই চাহিদা আমানত নগদ অর্থের মতো ব্যবহার করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক তার তহবিল থেকে জনগণ বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে যে ঋণ দেয় তাকে বলে-
ক) ব্যাংকের ঋণ খ) ব্যাংকের অগ্রীম
গ) ব্যাংকের আগাম ঘ) **সবগুলোই**

২. বাণিজ্যিক ব্যাংক যখন কোন মঞ্জুরীকৃত ঋণ নগদে না দিয়ে একটি ঋণ হিসাবের মাধ্যমে দিয়ে থাকে তখন তাকে বলে-
ক) নগদ ঋণ খ) স্বল্প মেয়াদী ঋণ
গ) **ধার** **ঘ)** জমাতিরিক্ত ঋণ

৩. পণ্য বা অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে চলতি হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক যে ঋণ মঞ্জুর করে তাকে বলে-
ক) দলিলি ঋণ খ) **নগদ ঋণ**
গ) দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ঘ) জমাতিরিক্ত ঋণ

৪. ব্যাংক কোন মক্কেলকে তার চলতি হিসাবের স্থিতির চেয়ে বেশি অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দিলে তাকে বলে-
ক) জমাতিরিক্ত ঋণ **খ)** ধার
গ) দলিলি ঋণ ঘ) কোনটিই নয়

৫. ব্যাংক তার মক্কেলের নামে এল.সি. বা প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করলে তাকে বলে -
ক) তহবিল থেকে দেয় ঋণ খ) **বাণিজ্যিক দলিলি ঋণ**
গ) অবাণিজ্যিক ঋণ ঘ) কোনটিই নয়

৬. যে আমানতের অর্থ চাওয়া মাত্র ব্যাংক তার মক্কেলকে বা মক্কেলের প্রতিনিধিকে দিতে বাধ্য থাকে তাকে বলে-
ক) চাহিদা আমানত **খ)** স্থায়ী আমানত
গ) উৎপন্ন আমানত ঘ) কোনটিই নয়

৭. চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাবে মক্কেল নিজে নগদে বা চেকের মাধ্যমে যে অর্থ জমা করে তাকে বলে-
ক) প্রাথমিক চাহিদা আমানত **খ)** উৎপন্ন চাহিদা আমানত
গ) দুটোই ঘ) কোনটিই নয়

৮. যে আমানত মক্কেল নিজে জমা করে না বরং ব্যাংক তার নিজের বিপক্ষে ও ঋণ গ্রহীতার পক্ষে সৃষ্টি করে তাকে বলে
ক) প্রাথমিক চাহিদা আমানত খ) **উৎপন্ন চাহিদা আমানত**
গ) দুটোই ঘ) কোনটিই নয়

৯. বাণিজ্যিক ব্যাংক কিভাবে উৎপন্ন আমানত সৃষ্টি করতে পারে?
ক) ঋণ মঞ্জুরের মাধ্যমে খ) সম্পদ ক্রয়ের মাধ্যমে
গ) বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে ঘ) **সবকটি**

পাঠ- ২ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ বাণিজ্যিক ব্যাংকের বহুগুণিতক ঋণ বা আমানত সৃষ্টির কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ ঋণ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক কাজগুলো লিখতে পারবেন
- ☞ ঋণ মঞ্জুরের বিবেচ্য বিষয়গুলো বলতে পারবেন
- ☞ জামানত সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারবেন
- ☞ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণনীতি উল্লেখ করতে পারবেন
- ☞ নীতিতে কি কি বিষয়ে দিক নির্দেশনা থাকে
- ☞ ঋণ বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারবেন

বাণিজ্যিক ব্যাংকের বহুগুণিতক ঋণ বা আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়া

বাণিজ্যিক ব্যাংক এক পক্ষের কাছ থেকে কম সুদে আমানত বা ঋণ সংগ্রহ করে এবং ঐ আমানতের একটি অংশ নগদ জমা রেখে বাকি অংশ আরেক পক্ষকে অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকে। তবে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণের টাকা নগদে না দিয়ে ঋণ গ্রহীতার নামে ব্যাংকে একটি হিসাব খুলে তাতে জমা করে যা আবারও আমানত সৃষ্টি করে। এই আমানতের একটি অংশ আবারও নগদ জমা রেখে বাকি অংশ আরেক পক্ষকে ঋণ হিসাবে দেয়। এভাবে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করে আমানত সৃষ্টি করে, আবার এই আমানত ঋণ হিসাবে বিতরণ করে। বিতরণ করা ঋণ ব্যাংক হিসাবে জমা করে আবারও আমানতের সৃষ্টি হয় এবং এই প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত চলতে থাকে।

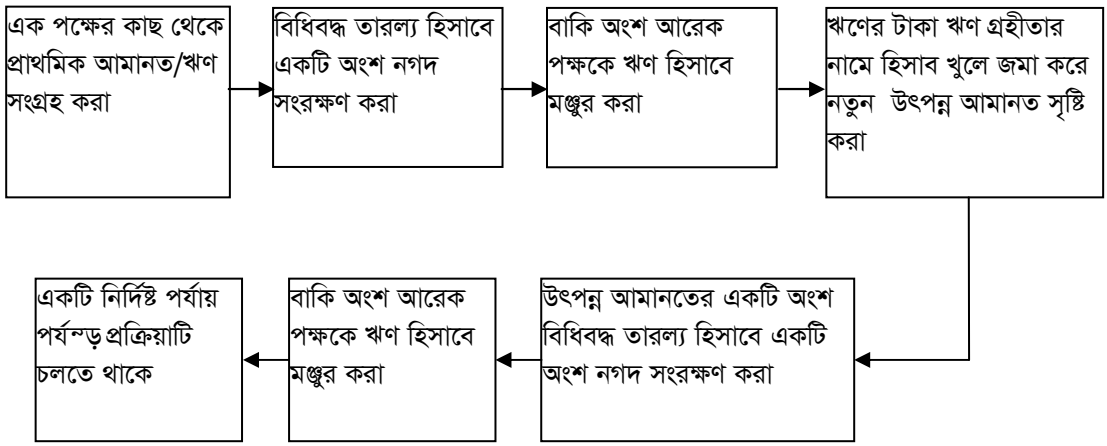

উপরের ছকটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝানো যেতে পারে। ধরুন, শাফিন কোন ব্যাংকে তার চলতি হিসাবে ১০০ টাকা আমানত হিসাবে জমা রাখলো। এই আমানতকে প্রাথমিক আমানত বলে। এই ১০০ টাকার আমানত হতে ব্যাংক ২০ টাকা বিধিবদ্ধ তারল্য হিসাবে জমা রেখে বাকি ৮০ টাকা সুজনকে ঋণ হিসাবে দিলো।

তবে এই টাকা নগদে না দিয়ে সুজনের নামে ব্যাংকে একটি হিসাব খুলে তাতে জমা করলো, ফলে নতুন করে আমানতের সৃষ্টি হলো। এই আমানতকে উৎপন্ন আমানত বলে। উল্লেখ্য, সুজন চেক কেটে ভবিষ্যত প্রয়োজনে এই ঋণের টাকা তুলতে পারবে। সুজনের হিসাবের ৮০ টাকার উৎপন্ন আমানত থেকে আবারও ২০% টাকা অর্থাৎ ১৬ টাকা তারল্য সঞ্চিতি রেখে বাকি ৬৪ টাকা করিমকে ঋণ হিসাবে দিলো, যা আবারও উৎপন্ন আমানত সৃষ্টি করলো। এভাবে একটি প্রাথমিক আমানত থেকে ঋণ সৃষ্টি এবং

ঋণ থেকে পুনরায় আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের বহুগুণীতক ঋণ সৃষ্টি বলে। নিচের ছকে উদাহরণটি বিস্ড়রিত দেখানো হলো:

আমানতকারী / ঋণগ্রহীতা	মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ	চাহিদা আমানত		বিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণ (২০%)	পূনরায় ঋণ হিসাবে দেয়ার মতো অর্থ
		প্রাথমিক আমানত	উৎপন্ন আমানত		
শাফিন (প্রাথমিক আমানতকারী)		১০০.০০		২০.০০	৮০.০০
সুজন (উৎপন্ন আমানতকারী)	৮০.০০		৮০.০০	১৬.০০	৬৪.০০
করিম (উৎপন্ন আমানতকারী)	৬৪.০০		৬৪.০০	১২.৮০	৫১.২০
.....	৫১.২০		৫১.২০	১০.২৪	৪০.৯৬
.....	৪০.৯৬		৪০.৯৬	৮.১৯	৩২.৭৭
.....	৩২.৭৭		৩২.৭৭	৬.৫৫	২৬.২১
.....	২৬.২১		২৬.২১	৫.২৪	২০.৯৭
.....	২০.৯৭		২০.৯৭	৪.১৯	১৬.৭৮
.....	১৬.৭৮		১৬.৭৮	৩.৩৬	১৩.৪২
সর্বোমোট	**৪০০**	**১০০**	**৪০০**	**১০০**	

উপরের ছক থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মোট আমানতের পরিমাণ (১০০+৪০০) = ৫০০ টাকা। অর্থাৎ প্রাথমিক আমানত ১০০ টাকা এবং উৎপন্ন আমানতের পরিমাণ ৪০০ টাকা। এছাড়াও মোট ঋণের পরিমাণ ৪০০ টাকা, যদিও নগদ অর্থ সংরক্ষণের পরিমাণ ১০০ টাকা যা প্রাথমিক আমানতের সমান। অর্থাৎ, ২০% বিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণ করলে ১০০ টাকার প্রাথমিক আমানত থেকে ৪০০ টাকার উৎপন্ন আমানত সৃষ্টি হয়। এই উৎপন্ন আমানত ৪০০ টাকার ঋণের সৃষ্টি করছে।

প্রাথমকি আমানতের যতগুণ মোট চাহিদা আমানত সৃষ্টি হয় তাকে বহুগুণক চাহিদা আমানত (Demand Deposit Multiplayer) বলে এবং প্রাথমিক আমানতের যতগুণ উৎপন্ন আমানত সৃষ্টি হয় তাকে বহুগুণক ঋণ (Credit Multiঢ়ষধুবৎ) বলে। অর্থাৎ মোট চাহিদা আমানত থেকে প্রাথমিক আমানত বাদ দিলে মোট ঋণের পরিমাণ পাওয়া যায়। নিচে সমীকরণের সাহায্যে এগুলো দেখানো হলো:

$$\text{Demand Deposit Multiplayer} = \frac{1}{Rr\ (\text{Re}\,quired\ Liquidity\ \text{Re}\,serve\ Ratio)}$$

$$\text{অথবা, বহুগুণীতক চাহিতা আমানত} = \frac{১}{\text{প্রয়োজনীয় তারল্য সঞ্চিতি অনুপাত}}$$

$$\text{উপরের উদাহরণ অনুযায়ী বহুগুণীতক চাহিদা আমানত} = \frac{১}{২০\%} = \frac{১}{০.২০} = ৫ \text{ গুণ}$$

(আমরা দেখেছি যে, ১০০ টাকার প্রাথমিক আমানত থেকে ৫০০ টাকার মোট চাহিদা আমানত সৃষ্টি হয়েছে যা প্রাথমিক আমানতের ৫ গুণ)

আবার Credit Multiplayer = $\frac{1}{Rr\ (\text{Re}quired\ Liquidity\ \text{Re}serve\ Ratio)} - 1$

অথবা, বহুগুণক ঋণ = $\frac{১}{\text{প্রয়োজনীয় তারল্য সঞ্চিতি অনুপাত}} - ১$

উপরের উদাহরণ অনুযায়ী বহুগুণক ঋণ = $\frac{১}{২০\%} - ১ = \frac{১}{০.২০} - ১ = ৪$ গুণ (আমরা দেখেছি যে, ১০০ টাকার প্রাথমিক আমানত থেকে ৪০০ টাকার মোট ঋণ সৃষ্টি হয়েছে যা প্রাথমিক আমানতের ৪ গুণ)

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রাথমিক আমানত থেকে ঋণ এবং ঋণ থেকে উৎপন্ন আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে বহুগুণীতক ঋণ ও আমানত সৃষ্টি করে।

ঋণ কার্যক্রমের ধারাবাহিক পদক্ষেপ

ঋণ দেওয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজ সঠিকভাবে সম্পাদনের উপরে ব্যাংকের সফলতা নির্ভর করে। গ্রাহকদের চাহিদামত দ্রুত সময়ে ঋণ দিতে না পারলে গ্রাহক অনেক সময় ঋণের অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে না এবং এতে ঋণ ফেরত দিতেও সমস্যার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে দ্রুততার সাথে ঋণ দিতে গিয়ে যদি ঋণ অনুমোদনের সকল দিক যথাযথভাবে মূল্যায়ণ করা না হয় তা হলে যোগ্য ঋণ গ্রহীতাকে খুঁজে বের করা কঠিন হয় এবং পরবর্তীতে ঐ ঋণ আদায়ও কঠিন হয়ে পড়ে। তাই ঋণ অনুমোদনের শুরু থেকে ঋণ ফেরত পাওয়া পর্যন্ত যাবতীয় কাজ ব্যাংক একটি পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে করে থাকে। নিচে রেখাচিত্রের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো:

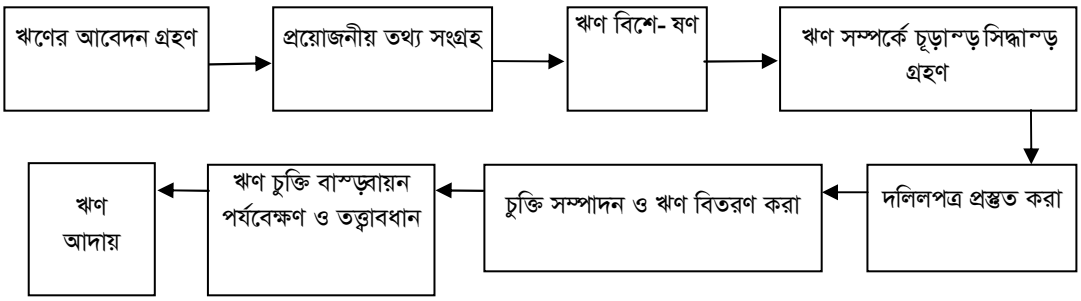

১. ঋণের আবেদন গ্রহণ

ঋণ কার্যক্রমের প্রথম ধাপ হলো ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণের আবেদনপত্র গ্রহণ করা। সাধারণত ব্যাংক একটি মুদ্রিত আবেদন ফরম তৈরী করে রাখে যা পূরণ করে আবেদনকারীরা ব্যাংকে জমা দেয়। আবেদনপত্র পাওয়ার পর ব্যাংকের ঋণ বিভাগ তা যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নথিভুক্ত করে।

২. প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ

আবেদনকারীকে ঋণ দেওয়া উচিত হবে কিনা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ড় নেওয়ার জন্য ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। এসকল তথ্যের মধ্যে রয়েছে:

র. আবেদনকারীর স্বচ্ছলতা
রর. ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য
ররর. ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য
রা. ঋণ ব্যবহারের দক্ষতা ইত্যাদি।

এই তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাংক আবেদনকারীর সাক্ষাতকার গ্রহণ করে অথবা পরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আবেদনকারীর সততা, চরিত্র, ব্যবসায়ীক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে।

কোম্পানীর ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের বিবরণী ও উদ্বৃত্ত পত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হয়। ঋণের জন্য সম্পত্তি জামানত রাখা হলে তার মালিকানা সম্পর্কিত দলিল জমা রাখা হয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। অন্যান্য ব্যাংকে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে কোন ঋণ আছে কিনা বা থাকলে তা পরিশোধের অবস্থা কেমন সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৩. ঋণ বিশে□ষণ

ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ঋণ বিশ্লেষণ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ পর্যায়ে আবেদনকারী সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাকে ঋণ দেওয়া উচিত হবে কিনা তা বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে যে সকল বিষয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় সেগুলো হলো:

র. আবেদনকারীর অর্থ বা ঋণ সংক্রান্ত লেনদেনের ইতিহাস
রর. আবেদনকারীর ব্যক্তিগত চরিত্র
ররর. ঋণ ব্যবহারের ক্ষমতা
রা. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঋণ ফেরত দেওয়ার সামর্থ্য
া. যে প্রকল্পে ঋণ চাওয়া হচ্ছে তার সম্ভাবনা
ার. জামানতের ধরন
াররর. জামানতে আবেদনকারীর মালিকানা কতটুকু
াররর. জামানতের মূল্য
রী. জামানত হস্ড়ান্ড়র বা বিক্রয়যোগ্য কিনা
ী. আবেদনকারীর পক্ষে নিশ্চয়তা দানকারী ব্যক্তির সামর্থ্য, ইত্যাদি।

৪. ঋণ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ঋণ বিশে□ষণের পর আবেদনকারীর নামে ঋণ মঞ্জুর করা হবে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কে এই সিদ্ধান্ত্ নেবে এ সম্পর্কে ব্যাংকের নিজস্ব নিয়ম কানুন থাকে। সাদারণত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত ঋণ ব্যাংকের শাখা ম্যানেজার অনুমোদন করতে পারে। তবে তার অতিরিক্ত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের আবেদন, সংযুক্ত কাগজপত্র ও শাখা ম্যানেজারের প্রস্তাবপত্র ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে পাঠাতে হয়। সেক্ষেত্রে ঋণ বিশ্লেষণ ও অনুমোদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রধান কার্যালয়েই সম্পন্ন করা হয়। ঋণ দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে এ বিষয়ে আবেদনকারীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাংকের শাখায় যোগাযোগ করতে বলা হয় এবং শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ প্রদানের বাকি কাজ সম্পাদন করেন। অবশ্য ঋণের আবেদন মঞ্জুর না করা হলে ব্যাংকের অপারগতার বিষয়েও আবেদনকারীকে জানানো হয়।

৫. দলিলপত্র প্রস্তুত করা

ঋণ মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত হলে ঋণ বিতরণের আগেই আবেদনকারী ও ব্যাংকের মধ্যে একটা ঋণের চুক্তিপত্র প্রণয়ন করা হয়। ঋণের আবেদনপত্রে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকে মূলত তার উপরে ভিত্তি করে ঋণ চুক্তিপত্র তৈরী করা হয়। ঋণ চুক্তিপত্রে যে সকল তথ্য থাকে তা হলো:

র. ঋণ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা
রর. ঋণের পরিমাণ
ররর. ঋণের ধরণ
রা. ঋণের মেয়াদ
া. সুদের হার
ার. ঋণ ফেরতের কিস্তি
াররর. কিস্ড়ি ফেরত দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের করণীয়
াররর. জামানত হিসাবে রাখা সম্পত্তির মূল্য, ধরণ, মালিকাণা ও দখল,
রী. ঋণ গ্রহীতার অঙ্গীকারনামা, ইত্যাদি।

৬. চুক্তি সম্পাদন ও ঋণ বিতরণ করা

ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় দলিল তৈরী করা হলে ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংকের মধ্যে ঋণ চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এই চুক্তি সম্পাদনের পর ব্যাংকে ঋণগ্রহীতার হিসাব না থাকলে ব্যাংক তাকে একটি ঋণ আমানত হিসাব খুলতে বলে। অবশ্য ঋণগ্রহীতার নামে চলতি হিসাব থাকলে নতুন করে হিসাব না খুললেও চলে। এরপর ঋণ চুক্তি মোতাবেক সম্পূর্ণ ঋণের অর্থ বা এর অংশবিশেষ বা কিস্তির অর্থ ব্যাংক ঐ হিসাবে স্থানান্তর করে। এই স্থানান্তরের সাথে সাথে ঋণ দেওয়া হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। সাধারণ ধার (Loan) এর ক্ষেত্রে এই অর্থ স্থানান্তরের সময় থেকেই সুদের হিসাব শুরু হয়ে যায়। তবে নগদ ঋণ (Cash Credit) ও জমাতিরিক্ত ঋণের ক্ষেত্রে (Bank Overdraft) চুক্তি সম্পাদনের পর মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থ বা এর অংশবিশেষ উত্তোলণ না করা পর্যন্ত সুদের হিসাব শুরু হয় না। এছাড়াও যে পরিমাণ অর্থ উত্তোলণ করা হয় শুধুমাত্র তার উপরই সুদ দিতে হয়।

৭. ঋণ চুক্তি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান

ঋণ বিতরণের পরেই ঋণ কার্যক্রম শেষ হয় না বরং ঋণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত তা বহাল থাকে। তাই ঋণগ্রহীতা সঠিক খাতে যথাযথভাবে ঋণের অর্থ কাজে লাগাচ্ছে কিনা বা অপব্যবহার করছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা হয়। এক্ষেত্রে কোন অন্যথা ঘটলে ব্যাংক তা ঋণগ্রহীতার নজরে আনে, পরামর্শ দেয় এবং ঋণের অর্থ ফেরত দিতে উদ্বুদ্ধ করে। ঋণগ্রহীতা সমসায় পড়লে ব্যাংক প্রয়োজনে নতুন ঋণ মঞ্জুর করে বা আগের ঋণ রিসিডিউলিং করে ঋণগ্রহীতার অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করে।

৮. ঋণ আদায়

ঋণ কার্যক্রমের শেষ ধাপ হলো ঋণের অর্থ আদায় করা এবং ঋণ হিসাব সমাপ্ত করা। ঋণ দেওয়া সহজ কিন্তু ঋণ আদায় করা বেশ কঠিন। অনেক ক্ষেত্রেই ঋণগ্রহীতা যথাসময়ে ঋণের অর্থ ফেরত দিতে পারে না। এক্ষেত্রে ব্যাংক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ ফেরত দিতে উৎসাহীত করে। বারবার যোগাযোগ ও তত্ত্বাবধানের পরেও ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ ফেরত না দেয় তবে ঋণগ্রহীতার ইচ্ছা, সামর্থ্য, ঋণ প্রকল্পের অবস্থা, ঋণ ফেরত পাওয়ার সম্ভাব্যতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় এনে ঐ ঋণগ্রহীতাকে সন্দেহজনক তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে। এরপর আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে ব্যাংক ঋণ আদায়ের চেষ্টা করে। যদি দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি ঋণ পরিশোধে একেবারেই অক্ষম হয় তবে ব্যাংক আদালতে ঐ প্রতিষ্ঠানকে দেওলিয়া ঘোষণার আবেদন করে এবং এই ঘোষণার পর ঋণের অংশবিশেষ ফেরত পায়। ঋণের বাকি অংশ কু-ঋণ হিসাবে দেখিয়ে ঐ ঋণ হিসাব সমাপ্ত করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম কতগুলো ধারাবাহিক পদক্ষেপের সমষ্টি। এই কার্যক্রমের প্রথম থেকেই যদি ব্যাংক সতর্ক, আন্ড়রিক ও দক্ষ হয় এবং ঋণ গ্রহীতার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে ও ঋণের যথাযথ তত্ত্বাবধান করে তবে কু-ঋণের পরিমাণ বেশি হতে পারে না। তাই অনেকেই মনে করেন কু-ঋণ ঋণগ্রহীতা সৃষ্টি করে না, বরং ঋণ দানে অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যাংকই তা সৃষ্টি করে।

ঋণ মঞ্জুরের সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ব্যাংক আমানত হিসাবে যে অর্থ সংগ্রহ করে তা ব্যবহারের একটি প্রধান খাত হলো ঋণ দেওয়া। সঠিকভাবে ঋণ মঞ্জুর করার উপরে ঋণ ফেরত পাওয়া নির্ভর করে। তাই ব্যাংক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিচার বিশে□ষণ করে ঋণ মঞ্জুর করে। নিচে ঋণ মঞ্জুরের সময় বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো ঃ

১. তারল্য

বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরের সময় সর্বপ্রথম তারল্য নীতি অনুসরণ করে। ব্যাংক নিজের টাকার উপরে ভিত্তি করে ব্যবসা পরিচালনা করে না, বরং আমানতকারীদের টাকার উপরেই একে নির্ভর করতে হয়। তাই ভবিষ্যতে যাতে আমানতকারীরা চাওয়ামাত্র তাদের দাবি পরিশোধ করা যায় এমন পরিমাণ সঞ্চিতি রেখে তবেই ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করে। শুধু তাই নয়, কত দ্রুত এই ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়া যাবে সেটাও বিবেচ্য বিষয়।

২. নিরাপত্তা

ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ ফেরত দিতে না পারলে অথবা যথাসময়ে ফেরত দিতে না পারলে ব্যাংককে মারাত্মক অর্থের ঘাটতিতে পড়তে হয়। তাই ব্যাংক ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সাধারণত ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে উপযুক্ত ব্যক্তিগত ও অব্যক্তিগত জামানত গ্রহণ করে থাকে। ঋণগ্রহীতা যথাসময়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে ব্যাংক জামানতী সম্পত্তি বিক্রি করে ঐ টাকা আদায় করে নিতে পারে। অবশ্য জামানত বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় করতে হবে আগে থেকেই এমন সন্দেহ সৃষ্টি হলে ব্যাংক তাকে ঋণ দেয় না।

৩. ঋণগ্রহীতার আর্থিক সচ্ছলতা

ঋণগ্রহীতা আর্থিকভাবে সচ্ছল হলে তার কাছ থেকে ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। কিন্তু তার আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে অথবা তার সম্পত্তির পরিমাণ ঋণের দায় পরিশোধের জন্য যথেষ্ট না হলে সেক্ষেত্রে ঋণের অর্থ আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই ঋণ মঞ্জুর করার সময় ঋণগ্রহীতার আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বসহকারে দেখা হয়।

৪. ঋণগ্রহীতার সততা

ব্যাংক কখনোই অসৎ ব্যক্তিকে ঋণ দিতে চায় না। কারণ এমন লোক সবসময়ই বিভিন্ন টালবাহানা করে ঋণের টাকা আত্মসাতের চেষ্টা করে।

৫. ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়ীক দক্ষতা

ঋণগ্রহীতা যদি কোন ব্যবসায়ী হন তবে তাকে ঋণ মঞ্জুরের সময় ব্যাংক তার ব্যবসায়ীক দক্ষতা ও যোগ্যতা বিশে□ষণ করে দেখে। কেননা, অসফল ব্যবসায়ী ঋণ নিলে সে ঋণ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

৬. মুনাফার সম্ভাব্যতা

ঋণগ্রহীতা যে খাতে ব্যবহারের জন্য ঋণের আবেদন করে ঐ খাতে কতটা মুনাফা অর্জন করা যেতে পারে ব্যাংক তা বিশ্লেষণ করে। যেসব খাতে বেশি মুনাফা অর্জন করা সম্ভব সেসব খাতে ঋণ দিতে ব্যাংক বেশি আগ্রহী হয়, কারণ ঐ খাতে ঋণের টাকা ফেরত পাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৭. ঋণের উদ্দেশ্য

ঋণগ্রহীতা যে খাতে বিনিয়োগের জন্য ঋণের আবেদন করে ঐ খাত কতটা উৎপাদনশীল তা বিবেচনা করে দেখা হয়, কারণ অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ দিলে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে না এবং ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে।

৮. ঋণের বৈচিত্রকরণ

ব্যাংক তার তহবিলের একটা বড় অংশ ঋণ হিসাবে বিতরণ করে। এই ঋণ যদি মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে অথবা মাত্র কয়েকটি খাতে এই ঋণ দেওয়া হয় তবে ঋণের অর্থের ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কোন একক ঋণগ্রহীতাকে অনেক বেশি পরিমাণ ঋণ দিলে সে যদি তা যথাসময়ে পরিশোধ করতে না পারে অথবা কোন একক খাতে অনেক বেশি পরিমাণ ঋণ দিলে ঐ খাত যদি সফল না হয় তবে ব্যাংক বড় ধরণের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই ঋণ মঞ্জুরের সময় ব্যাংক বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরণের খাতে বিনিয়োগের জন্য ঋণ দিতে আগ্রহী হয়।

৯. জামানতের গুণাগুণ

জামানতের বিপক্ষে ঋণ দেওয়া হলে ব্যাংক জামানতের গুণাগুণ ভালো করে যাচাই করে দেখে। ভালো মানের জামানত না হলে ব্যাংক তা সহজে বিক্রি করতে পারে না বলে অনাদায়ী ঋণের অর্থ আদায় করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

১০. জামানতের বিক্রয়যোগ্যতা

যে জামানতের বিপক্ষে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করে তা সহজে বিক্রয়যোগ্য হতে হবে। স্থাবর সম্পত্তি সহজে বিক্রি করা যায় না বলে এর বিপক্ষে ঋণ দিতে ব্যাংক খুব বেশি আগ্রহী হয় না।

সবশেষে বলা যায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে এর ঋণ ব্যবস্থাপনার সফলতার উপরে। কারণ যথাসময়ে ঋণ মঞ্জুর করলে এবং যথাসময়ে তা ফেরত পাওয়া গেলে ব্যাংক চলমান আয় সংগ্রহ করতে পারে এবং নতুন নতুন ঋণের সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং ব্যাংকের ঋণদানের সামর্থ্য ও মুনাফা বাড়ানোর জন্য উপরের বিষয়গুলো ভালোভাবে বিবেচনা করে ঋণ দেওয়া উচিত।

ঋণবিষয়ক তথ্যাবলীর উৎস

ঋণ অনুমোদনের পূর্বে ব্যাংক ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে এবং যে খাতে ঋণ ব্যবহার করা হবে ঐ খাতের সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে। ঋণ বিশ্লেষণে সঠিক ও পর্যাপ্ত তথ্য না পেলে ঋণ বিশ্লেষণ সঠিক হয় না এবং ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ায় অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ঋণ বিষয়ক এ সমস্ত তথ্য ব্যাংক বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করতে পারে। নিচে এসকল উৎস আলোচনা করা হলো:

১. আবেদনপত্রের বিবরণ

ঋণের আবেদনকারী ব্যাংকের সরবরাহ করা মুদ্রীত আবেদনপত্রে যে তথ্য উল্লেখ করে সেটি ঋণ বিষয়ক তথ্যের প্রাথমিক উৎস বলে ধরা হয়। ব্যাংক ঐ ফরম সরবরাহ করে বলে তা এমনভাবে তৈরী করা হয় যাতে আবেদনকারী ও ঋণ প্রকল্প সম্পর্কে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

২. সংশ্লিষ্ট দলিল পত্রাদি

আবেদনপত্রের সাথে যে বিভিন্ন ধরনের দলিলপত্র জমা দিতে বলা হয় তা থেকেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসব দলিলপত্রের মধ্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স, কোম্পানীর ক্ষেত্রে সংঘ স্মারক ও সংঘবিধি, অংশীদারী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অংশীদারী চুক্তিপত্র ইত্যাদি।

৩. উদ্বৃত্তপত্র ও আয় বিবরণী

ঋণগ্রহীতা যদি কোন কোম্পানী হয় তবে ঐ কোম্পানীর উদ্বৃত্তপত্র ও আয় বিবরণী জমা নেওয়া হয়। একমালিকানা ও অংশীদারী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও বিগত বছরগুলোর আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এ থেকে আবেদনকারী কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্য সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

৪. প্রতিবেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান

আবেদনকারী কোন ব্যক্তি হলে ঐ ব্যক্তির প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান হলে প্রতিবেশী প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

৫. ব্যাংক কর্মী

ঋণের আবেদন পাওয়ার পর ব্যাংকের ঋণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক কর্মীর উপরে আবেদনকারী সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারা গোপনে তথ্য সংগ্রহ করে ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকের কাছে পেশ করেন।

৬. ব্যাংক সংরক্ষিত তথ্য

ঋণের আবেদনকারী ব্যাংকের পুরাতন গ্রাহক হয়ে থাকলে ব্যাংকের কাছে আবেদনকারী সম্পর্কে অনেক তথ্য যেমন, আবেদনকারীর ঋণ ফেরত দেওয়ার পূর্ব ইতিহাস, সুনাম, আর্থিক সচ্ছলতা ইত্যাদি তথ্য জমা থাকে। এসকল তথ্য থেকেও ব্যাংক ঋণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৭. সমধর্মী প্রকল্প

ঋণের আবেদনকারী যেই প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য ঋণের আবেদন করেছেন ঐ ধরণের প্রকল্পে ঋণ দেওয়া উচিত হবে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য একই ধরণের পূর্ববর্তী কোন প্রকল্প থেকে তথ্য নেওয়া যেতে পারে। এতে করে প্রকল্পের সফলতার সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৮. তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

বড় ধরণের প্রকল্পে বড় অংকের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত পরিস্থিতি, আবেদনকৃত প্রকল্পের ভবিষ্যত সম্ভাবনা, বাজার সংক্রান্ড় তথ্য, মূলধন সরবরাহ পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে বিশেষায়িত তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলে বিবেচিত হয়।

৯. অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান

দেশের বিভিন্ন সংস্থা প্রতি বছর বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। আমাদের দেশে অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, এফ.বি.সি.সি.আই ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের তথ্য তুলে ধরে। বড় ধরনের ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে এসকল তথ্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

১০. ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (CIB)

ঈওই বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ সংক্রান্ত একটা বিশেষায়িত বিভাগ। এই বিভাগ চালুর পর থেকে তা এদেশে ঋণবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে কাজ করে আসছে। এটি ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত সকল ব্যাংকের ঋণ বিভাগের সাথে যুক্ত। ফলে কোন ঋণ আবেদনকারী যে কোন তালিকাভুক্ত ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে বা খেলাপী হলে এ সংক্রান্ত তথ্য ঈওই থেকে সহজেই জানা যায়।

ঋণের জামানত কাকে বলে

ব্যাংক তার কোন মক্কেলকে ঋণ দেওয়ার আগে এই মর্মে নিশ্চিত হতে চায় যে, ঋণের টাকা সময়মত ফেরত পাওয়া যাবে। কারণ, কোন কোন মক্কেল ঋণ নেওয়ার পর ঋণের টাকা ঠিকমত পরিশোধ নাও করতে পারে। তাই ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তার প্রমাণ স্বরূপ ঋণগ্রহীতা ব্যাংককে যে সম্পত্তি বা গ্যারান্টি দেয় তাই ঋণের জামানত হিসাবে পরিচিত।

ব্যাংক ঋণের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহীতার স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অথবা ঋণগ্রহীতা বা তৃতীয় পক্ষের নিশ্চয়তা গ্রহণ করে থাকে। ঋণগ্রহীতা কোন কারণে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে ব্যাংক জামানত বিক্রি করে অথবা নিশ্চয়তা দানকারী তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে ঋণের টাকা আদায় করতে পারে।

Oxford Dictionary অনুসারে জামানত হলো ঋণগ্রহীতার দেওয়া এমন কোন সম্পত্তি যা ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হলে ঋণদাতা বিক্রি করে বা হস্তান্তর করে তার ঋণের অর্থ ফেরত পেতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, ব্যাংক কর্তৃক ঋণ দেওয়ার সময় ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে ঋণের টাকা পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসাবে যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বা ব্যক্তিগত গ্যারান্টি অথবা তৃতীয় পক্ষের দেওয়া গ্যারান্টি পাওয়া যায় তাকে ব্যাংক ঋণের জামানত বলে।

জামানতের প্রকারভেদ

ব্যাংক যে জামানতের বিপরীতে অগ্রীম বা ঋণ দেয় তাকে প্রধানত দুই ভাবে ভাগ করা যায়। যথা- ক) ব্যক্তিক বা ব্যক্তিগত জামানত, খ) অব্যক্তিক বা নৈর্ব্যক্তিক জামানত। এছাড়াও আরও এক ধরনের জামানতের প্রচলন রয়েছে যাকে অতিরিক্ত জামানত বলা হয়। নিচে একটি ছকের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের জামানত দেখানো হলো:

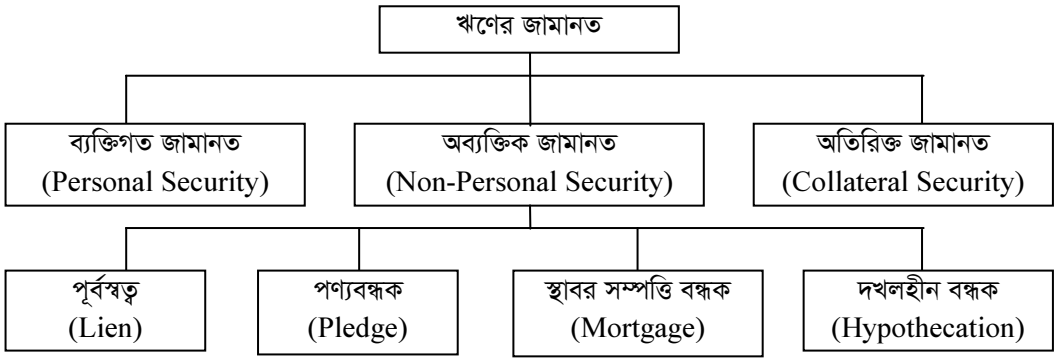

ক) ব্যক্তিগত জামানত (চবৎংড়হধষ ঝবপঁৎরঃু)

ঋণ গ্রহণের সময় ঋণগ্রহীতা কোন প্রকার সম্পত্তি বন্ধক না রেখে যদি শুধুমাত্র অথবা তৃতীয় কোন ব্যক্তির গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা দেয় তাহলে ঐ গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তাকে ব্যক্তিক বা ব্যক্তিগত জামানত বলে। ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে ঋণ দেওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তাই ব্যাংক কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ মক্কেলদের ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত জামানতের বিপক্ষে ঋণ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার চরিত্র, সততা, আর্থিক সচ্ছলতা ও সামাজিক মর্যাদার বিষয় বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক জামানতকারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে।

খ) অব্যক্তিক বা নৈর্ব্যক্তিক জামানত (Non-Personal Security)

ব্যাংক যখন ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে জমি, দালান-কোঠা, পণ্য-দ্রব্য ইত্যাদি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ দেয় তখন ঐ জামানতকে অব্যক্তিক বা নৈর্ব্যক্তিক জামানত বলে। এই জামানত ব্যাংকের জন্য বেশি নিরাপদ। এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে অব্যক্তিক জামানত বিক্রি করে ব্যাংক ঋণের টাকা আদায় করতে পারে। এধরনের জামানত ৪ ধরনের হয়ে থাকে যা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. পূর্বস্বত্ব (খরবহ)

ঋণ গ্রহণের সময় ঋণগ্রহীতা যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ব্যাংকের কাছে জামানত হিসাবে দেয়, ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত যদি ঐ সম্পত্তির স্বত্ত্ব বা প্রয়োজনে ঐ সম্পত্তি দখলে নেওয়ার অধিকার ব্যাংককে দিয়ে থাকে তবে ঐ জামানতকে পূর্বস্বত্ব বা লিয়েন বলে। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত জামানতী সম্পত্তির উপরে ব্যাংকের অধিকার বজায় থাকে, তবে ঐ সম্পত্তির মালিকানা ঋণগ্রহীতার হাতেই থাকে। তাই পূর্বস্বত্বের ক্ষেত্রে জামানতের উপর ব্যাংকের অধিকার থাকলেও ব্যাংক তা বিক্রি করতে পারে না।

২. পণ্যবন্ধক (Pledge)

ঋণ নেওয়ার সময় ঋণগ্রহীতা জামানত হিসাবে ব্যাংকের কাছে কোন পণ্য বা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখলে তাকে পণ্যবন্ধক বলে। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে ব্যাংক তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে এবং বন্ধকী পণ্য অতিরিক্ত জামানত হিসাবে নিজের দখলে রেখে দিতে পারে। অবশ্য ব্যাংক বিধি মোতাবেক উপযুক্ত নোটিশ দিয়ে বন্ধকী পণ্য বিক্রিও করতে পারে।

৩. স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক (Mortgage)

ঋণগ্রহীতা ঋণের জামানত হিসাবে কোন স্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক অধিকার ব্যাংককে দিলে ঐ জামানতকে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক বা মর্টগেজ বলে। ঋণগ্রহীতা সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে ব্যাংক আইন অনুযায়ী ঐ বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় করতে পারে।

৪. দখলহীন বন্ধক (Hypothecation)

ঋণগ্রহীতা যদি কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ব্যাংকের কাছে এমনভাবে বন্ধক দেয় যে ঐ সম্পত্তির দখল ঋণগ্রহীতার নিজের কাছেই থাকে, তখন তাকে দখলহীন বন্ধক বলে। এ ধরনের বন্ধকীর ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তির দখল নিজের কাছে রাখে কিন্তু ব্যাংকে সম্পত্তির দলিলপত্র জামানত হিসাবে দিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক বন্ধকী সম্পত্তির আইনগত স্বত্ত্ব পায় বটে কিন্তু ঋণগ্রহীতার কাছে এর দখল থেকে যায়।

গ) অতিরিক্ত জামানত (Collateral Security)

ব্যাংক যদি ঋণের বিপক্ষে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রাখা ছাড়াও ঐ ঋণের বিপক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি জামিনদার বা গ্যারান্টর (Guarantor) হিসাবে থাকে তবে তাকে অতিরিক্ত জামানত বলে। সম্পত্তির সাথে তৃতীয় কোন ব্যক্তি জামিনদার থাকায় এক্ষেত্রে ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা বেড়ে যায়। কারণ, জামানতী সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করা সম্ভব না হলে ব্যাংক তখন জামিনদারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে অর্থ আদায় করতে পারে।

উত্তম জামানতের বৈশিষ্ট্য

ঋণ গ্রহণের সময় ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসাবে যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অথবা ব্যক্তিগত বা তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি ব্যাংককে দিয়ে থাকে তাকে ব্যাংক ঋণের জামানত বলে। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রাখলে তাকে অব্যক্তিক জামানত বলে এবং ব্যক্তিগত বা তৃতীয়পক্ষের গ্যারান্টি জামানত হিসাবে রাখলে তাকে ব্যক্তিক জামানত বলে। এই জামানত সঠিকভাবে মূল্যায়ণ করে তারপরে ব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে। একটি উত্তম জামানত বলতে সাধারণভাবে ঐ জামানতকে বুঝায় যার মালিকানা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং যা সহজে বিক্রি করে ঋণের অর্থ আদায় করা যায়। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে কোন জামানতের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে তবেই তাকে উত্তম জামানত বলা হয়।

ক) উত্তম অব্যক্তিক জামানতের বৈশিষ্ট্য

১. **জামানতের গ্রহণযোগ্যতা:** কোন জামানতী সম্পত্তি আইনত গ্রহণযোগ্য না হলে ঐ জামানতকে উত্তম জামানত বলা যায় না। কারণ, ঋণের টাকা ফেরত পাওয়া না গেলে এজাতীয় সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণের অর্থ আদায় করা ব্যাংকের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে।

২. **জামানতের বিক্রয়যোগ্যতা:** যে জামানতী সম্পত্তি সহজে বিক্রি করা যায় তাকেই উত্তম জামানত বলে। সহজে ও নির্বিঘ্নে বিক্রয়যোগ্য জামানত ব্যাংক ঋণের নিরাপত্তা বাড়ায়।

৩. **জামানতী সম্পত্তির তারল্য:** যেই জামানতের পর্যাপ্ত তারল্য থাকে না তাকে উত্তম জামানত বলা যায় না। তাই জামানতী সম্পত্তি গ্রহণ করার আগেই ঐ সম্পদের তারল্য কেমন তা নির্ধারণ করা জরুরী। এক্ষেত্রে তারল্য বলতে কত সহজে, কত কম ক্ষতিতে ও কত দ্রুত জামানতী সম্পত্তি বিক্রি করে নগদ অর্থ পাওয়া যায় তাকে বুঝায়।

৪. **জামানতী সম্পদের স্বত্ত্ব:** জামানতী সম্পত্তির উপরে ঋণ গ্রহীতার প্রকৃত মালিকানা না থাকলে ঐ জামানত ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। জামানতী সম্পত্তির মালিকানায় ঝামেলা থাকলে তাকে উত্তম জামানত বলা যায় না। তাই ব্যাংক জামানতী সম্পদ গ্রহণের পূর্বে এর মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়।

৫. **জামানতী সম্পদের মূল্য:** জামানতী সম্পদের মূল্য অবশ্যই ঋণের পরিমাণের চেয়ে যথেষ্ট বেশি হওয়া উচিত। এতে ব্যাংক ঋণের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। কারণ, জামানতী সম্পদের মূল্য ঋণের পরিমাণের চেয়ে কম বা সমান হলেও বিক্রি করার সময় ঐ দামে বিক্রি করা যায় না। তাই মোট ঋণের পরিমাণের চেয়ে বেশি মূল্যবাণ সম্পত্তিকে উত্তম জামানত বলা হয়।

৬. **জামানতী সম্পদের মূল্যের স্থিতিশীলতা:** জামানতী সম্পত্তির বাজার মূল্য খুব বেশি উঠানামা করলে ঐ জামানতের বিপক্ষে ঋণ দেওয়া ব্যাংকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। কারণ, ঋণ অনাদায়ী থাকলে জামানতী সম্পত্তি বিক্রির সময় যদি তার বাজার মূল্য কমে যায় তবে ব্যাংক ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত পেতে পারে না। এজন্য জামানতী সম্পত্তির মূল্য স্থিতিশীল হওয়া উত্তম জামানতের বৈশিষ্ট্য।

৭. **জামানতের দায়মুক্ততা:** যে সম্পদ অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে জামানত হিসাবে দায়বদ্ধ আছে তা ব্যাংক ঋণের বিপক্ষে জামানত হিসাবে গ্রহণ করা ব্যাংকের জন্য নিরাপদ নয়। তাই দায়মুক্ত জামানতই উত্তম জামানত।

৮. **পণ্যের দখল:** ব্যাংকের এমন ধরনের জামানত নেওয়া উচিত যা খুব সহজেই নিজের দখলে নেওয়া যায়। বিশেষ করে জামানত হিসাবে পণ্য নিলে ঋণ মঞ্জুরের সময় অথবা ঋণ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে ঐ সম্পত্তির দখল নেওয়া উচিত।

৯. **জামানতী সম্পত্তির গুণাগুণ:** জামানতী সম্পদ যদি পণ্যদ্রব্য হয় তবে তা উন্নতমানের হওয়া উচিত। বিলাসদ্রব্য বা যেসব পণ্যের চাহিদা সবসময় পরিবর্তন হয় এমন পণ্য জামানত হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। এছাড়াও যে পণ্য পচণশীল প্রকৃতির বা যে পণ্যের রং ও গুণাগুণ ইত্যাদি কমে যায় তা জামানত হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

খ) উত্তম ব্যক্তিক জামানতের বৈশিষ্ট্য

১. **আর্থিক সামর্থ্য:** ঋণগ্রহীতার বা তৃতীয় কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জামানত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার আর্থিক সামর্থ্য বা সচ্ছলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ব্যাংক তবেই ঋণ দেয়। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলে ব্যক্তিগত জামানতের আসলে কোন দাম থাকে না।

২. **জামিদারের সততা:** তৃতীয় পক্ষ যখন ব্যক্তিগত জামানত দেয় তখন শুধু তার আর্থিক সচ্ছলতা দেখলেই চলে না, বরং তার সততা ও সুনামও থাকা চাই। কারণ, কোন অসৎ ব্যক্তি জামিনদার হয়ে থাকলে অনাদায়ী ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের টাকা আদায় করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৩. **জামিনদারের সামাজিক মর্যাদা:** ঋণ দেওয়ার সময় জামিনদার ঋণগ্রহীতা বা তৃতীয় পক্ষের সামাজিক মর্যাদা বিবেচনা করা উচিত। সমাজে সুখ্যাতি আছে এমন কোন ব্যক্তি নিজের মর্যাদার কথা চিন্তা করেই ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করে। ভোগ্য পণ্যে ঋণ দেওয়ার সময় ব্যাংককে এ বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে দেখা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, জামানতের এই বৈশিষ্ট্যগুলো সঠিকভাবে বিবেচনা করে জামানত গ্রহণ করা হলে ব্যাংকের ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ নীতি

নীতি বলতে আগে থেকে ঠিক করে রাখা কোন নির্দেশনাকে বুঝায়, যা সিদ্ধান্ড় গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সময় মেনে চলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ দেওয়ার সময় ঋণদান কার্যক্রমকে কিভাবে সুষ্ঠ ও নিয়মমাফিক করা যায় সেজন্য আগে থেকেই প্রয়োজনীয় কৌশল বা নির্দেশনা ঠিক করে রাখে। এই কৌশল বা নির্দেশনাকেই ব্যাংকের ঋণ নীতি বলে। ব্যাংকের ঋণ নীতিতে নিম্নলিখিত বিষয়ের দিক নির্দেশনা থাকা দরকার।

১. ব্যাংকের তহবিলের কত অংশ ঋণ হিসাবে দেওয়া যেতে পারে তা কিভাবে নির্ধারণ করা হবে।
২. কোন্ কোন্ খাতে ঋণ দেওয়া হবে।

৩. কোন্ ঋণ কোন্ মেয়াদের জন্য দেওয়া হবে।
৪. ঋণের আবেদন কিভাবে গৃহীত হবে।
৫. ঋণের পরিমাণ ও খাত ভেদে ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ কে বা কারা হবেন।
৬. ঋণের জামানতের সংরক্ষণ ব্যবস্থা কী হবে।
৭. ঋণের চুক্তি কিভাবে সম্পাদন করা হবে।
৮. কিভাবে ঋণ বিশ্লেষণ করা হবে।
৯. ঋণের মূল্য কত হবে এবং কিভাবে তা নির্ধারণ করা হবে।
১০. ঋণ তদারকী কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করা হবে।
১১. ঋণের কিস্তি খেলাপী হলে কী করতে হবে।
১২. খেলাপী ঋণ আদায়ে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, ইত্যাদি।

মোটকথা ঋণনীতিতে ঋণের তহবিল ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে ঋণ আদায় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা থাকে। এই নির্দেশনা যত বেশি সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত হয় প্রকৃত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা ততই সহজ ও সফল হয়।

ঋণ বিশে-ষণ কাকে বলে

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ঋণদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। ব্যাংকের মুনাফার উল্লেখযোগ্য অংশ এই ঋণ খাত থেকেই আসে। আবার এ খাতে কু-ঋণ বা খেলাফী ঋণ হওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাকে। তাই ব্যাংককে ঋণ সম্পর্কিত সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে ঋণদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না এমন ব্যক্তিকে ঋণ দিলে, অলাভজনক খাতে ঋণ দিলে অথবা যথাযথ নয় এমন জামানতের বিপক্ষে ঋণ দিলে ব্যাংককে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা, ঋণ প্রকল্প ও জামানত সংক্রান্ত বিচার বিশ্লেষণের কাজকেই ঋণ বিশে□ষণ বলে।

ঋণ বিশেøষণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

বড় ধরণের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ঋণ বিশ্লেষণ ও মঞ্জুরের দায়িত্ব উর্ধ্বতন ব্যাংক কর্মকর্তাদের উপরে থাকে। ছোট ছোট ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকই ঋণ বিশ্লেষণ ও ঋণ মঞ্জুর করতে পারে। ঋণ বিশ্লেষণের সময় আবেদনকারীর আবেদনপত্রে উল্লেখিত তথ্য ও ব্যাংক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হয়। এছাড়াও যে খাতে ঋণ চাওয়া হচ্ছে তার অবস্থা এবং যে জামানতের বিপরীতে ঋণ দেওয়া হচ্ছে তার গ্রহণযোগ্যতা ব্যাংকের নিজস্ব ঋণদান নীতির সাথে কতটা সংগতিপূর্ণ তা মিলিয়ে দেখা হয়।

ঋণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুলো নিচের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো:

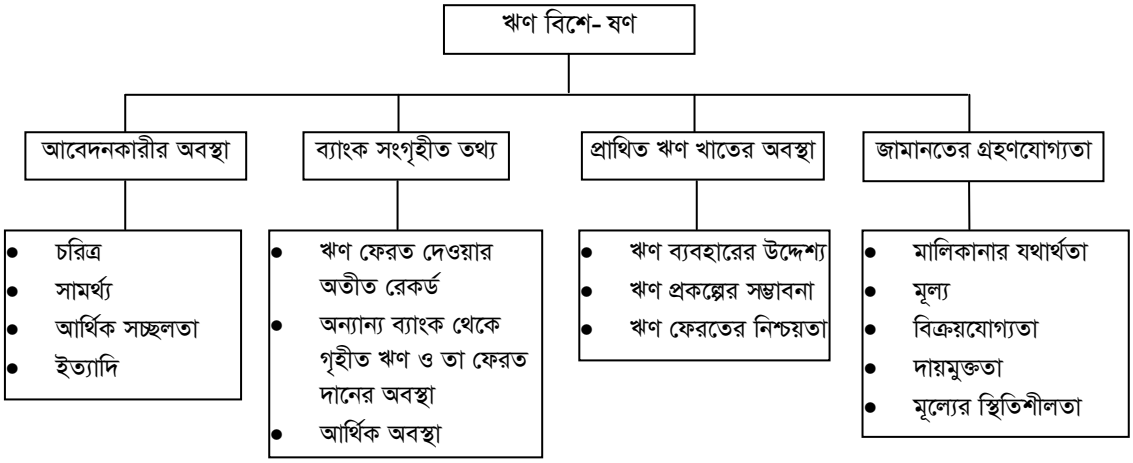

সবশেষে বলা যায় ঋণের আবেদন গ্রহণ করে ঋণ মঞ্জুর করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা বিচার বিশে□ষণ করাকেই ঋণ বিশে□ষণ বলে। সঠিকভাবে ঋণ বিশ্লেষণ করা হলে খেলাপী ঋণ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। তাই ব্যাংকের ঋণদান কার্যক্রমের সফলতা অনেকাংশে ঋণ বিশ্লেষণের উপরে নির্ভর করে।

ঋণ বিশেøষণ প্রক্রিয়ার পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ

কোন ঋণের আবেদন গ্রহণ করা হবে কিনা অর্থাৎ কোন ঋণ মঞ্জুর করা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য ব্যাংক ঋণগ্রহীতা, ঋণ প্রকল্প ও জামানত সংক্রান্ত বিষয়াবলী বিচার বিশ্লেষণ করে। এই কাজকেই ঋণ বিশ্লেষণ বলে। তাই ঋণ বিশ্লেষণ কার্যক্রম প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা থেকে শুরু হয় এবং ঋণ দেওয়া হবে কি হবে না এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে শেষ হয়। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে ঋণ বিশ্লেষণের পর্যায়ক্রমিক ধাপ বা পদ্ধতি তুলে ধরা হলো:

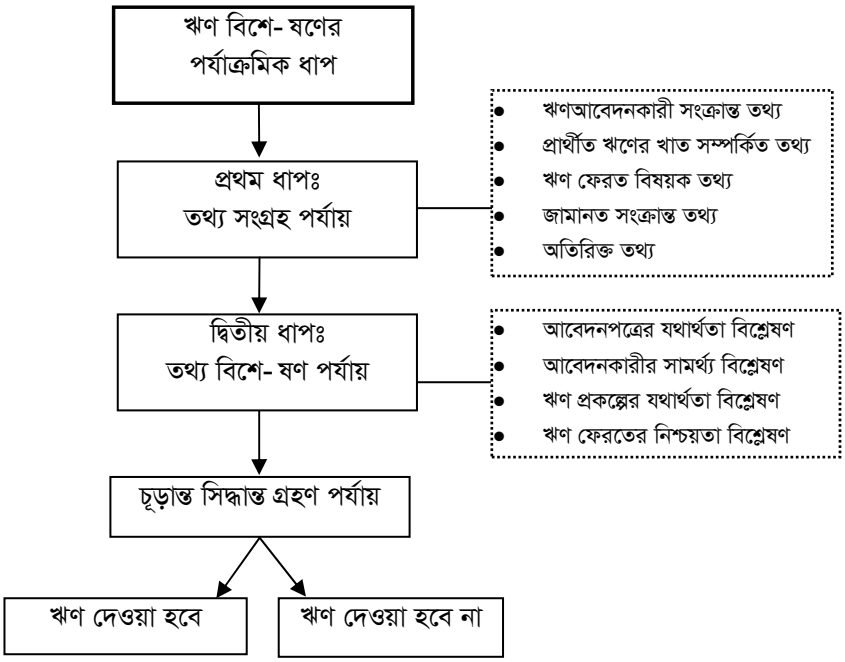

ক) তথ্য সংগ্রহ পর্যায়

- **ঋণআবেদনকারী সংক্রান্ড় তথ্য**

এক্ষেত্রে ঋণ আবেদনকারীর ঋণ ফেরত দেওয়ার অতীত রেকর্ড, চারিত্রিক বিষয়, ব্যক্তিগত প্রাতিষ্ঠানিক সুনাম, ব্যক্তিগত প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য, আর্থিক সচ্ছলতা, দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আবেদনকারী ব্যাংকের অতীত গ্রাহক হলে ব্যাংক থেকে এসব তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়াও প্রয়োজনে অন্য যে ব্যাংকে আবেদনকারীর লেনদেন রয়েছে সেই ব্যাংক থেকে বা প্রতিবেশী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যেতে পারে। বিগত বছরগুলোর আর্থিক বিবরণী থেকেও আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

- **প্রার্থীত ঋণের খাত সম্পর্কিত তথ্য**

কোন নতুন প্রকল্পে ঋণের জন্য আবেদন করা হলে ঐ প্রকল্পের ভবিষ্যত সম্ভাবনা, প্রার্থীত ঋণের পরিমাণ ঐ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট কিনা সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ব্যাংক ইতিপূর্বে এ ধরনের প্রকল্পে ঋণ দিয়ে থাকলে ব্যাংক তার অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পায়।

- **ঋণ ফেরত বিষয়ক তথ্য**

আবেদনকারী কিভাবে ঋণ ফেরত দেবে এবং প্রতিকূল অবস্থায় ঋণ ফেরত দেওয়ার বিকল্প পথ কি হতে পারে সে সম্পর্কে তার কাছ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও এ ধরনের প্রকল্পে আয়ের সম্ভাবনা, সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ আয় কত হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা।

- **জামানত সংক্রান্ত তথ্য**

আবেদনকারী ঋণের জামানত হিসাবে যে সম্পত্তি ব্যাংকের কাছে হস্তান্তর করে তার মূল্য, মালিকানা, বিক্রয়যোগ্যতা, দায়মুক্ততা, মূল্যের স্থিতিশীলতা, পণ্যের দখল ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাংক তথ্য সংগ্রহ করে।

- **অতিরিক্ত তথ্য**

বড় অংকের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংক বেশি সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। এজন্য দেশের সামগ্রীক ব্যবসায়ীক কর্মকান্ডের গতি প্রকৃতি, ভবিষ্যত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, ঋণ প্রকল্পের উপরে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রভাব এবং আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, আন্তরিকতা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

খ) তথ্য বিশেøষণ পর্যায়

- **আবেদনপত্রের যথার্থতা বিশ্লেষণ**

আবেদনকারী ঋণ আবেদনপত্রে যে সব তথ্য উল্লেখ করে ব্যাংক তার সত্যতা ও যথার্থতা বিশ্লেষণ করে দেখে। এক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স, অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অংশীদারী চুক্তিপত্র, কোম্পানীর ক্ষেত্রে নিবন্ধন পত্র, সংঘ স্মারক ও সংঘবিধি, ঋণ প্রকল্প বিষয়ক তথ্য ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। যদি আবেদনপত্রে আবেদনকারী কোন ভুল তথ্য দিয়ে থাকে বা কোন তথ্য গোপণ করে থাকে তবে আবেদনটি পরবর্তী বিশ্লেষণে না গিয়েই এ পর্যায়েই বাতিল করা হয়।

- **আবেদনকারীর সামর্থ্য বিশে□ষণ**

এক্ষেত্রে আবেদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সচ্ছলতা, যোগ্যতা, দক্ষতা, ঋণ ব্যবহারের সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয় বিশে□ষণ করার জন্য আবেদনকারীর অতীত আর্থিক কর্মকান্ড, আয় বিবরণী, উদ্বৃত্তপত্র ইত্যাদি দলিল বিবেচনা করা হয়। এই বিশে□ষণে যদি আবেদনকারীর সামর্থ্য প্রকাশ পায় তবে পরবর্তী বিশে□ষণে যাওয়া হয়।

- **ঋণ প্রকল্পের যথার্থতা বিশে□ষণ**

যে প্রকল্পের জন্য ঋণ চাওয়া হচ্ছে তার মান, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা গুর"ত্বসহকারে বিশে□ষণ করা হয়। প্রকল্পটি উৎপাদনমুখী, সম্প্রসারণশীল ও লাভজনক হলে ব্যাংক ঐ প্রকল্পে ঋণ দিতে বেশি আগ্রহী হয়। কিন্তু যদি ঐ প্রকল্পের অবস্থা পতন পর্যায়ে (উবপষরহরহম ঝঃধমব) থাকে ও ব্যাপক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় তবে ব্যাংক তাতে ঋণ দিতে আগ্রহী হয় না।

- **ঋণ ফেরতের নিশ্চয়তা বিশে□ষণ**

এ পর্যায়ে প্রস্ড়াবিত ঋণ ঋণগ্রহীতার আয় বাড়াবে কিনা এবং এই আয় থেকে ঋণগ্রহীতা চুক্তি অনুযায়ী ঋণের অর্থ ফেরত দিতে পারবে কিনা তা বিশে□ষণ করা হয়। অনেক সময় ঋণ প্রকল্প লাভজনক হলেও ও ঋণগ্রহীতার আয় বৃদ্ধি করলেও তা তার নিজের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতেই শেষ হয়ে যায়। ফলে ঋণের টাকা যথাসময়ে ব্যাংকে ফেরত দিতে পারে না। এছাড়াও ঋণগ্রহীতার অন্যান্য সম্পত্তির পরিমাণ তার দায়ের তুলনায় যথেষ্ট না হলে সে অন্যান্য সম্পত্তি বা নিজস্ব মূলধন থেকে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়।

গ) চূড়ান্ড়সিদ্ধান্ড়গ্রহণ পর্যায়

সংগৃহীত তথ্য বিশে□ষণ করে কোন ঋণ আবেদন গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঐ ঋণ মঞ্জুরের বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করে। ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ড়চূড়ান্ড়করার আগেই ব্যাংক ঋণ প্রদানের কিস্ড়ি, ঋণ আদায়ের কিস্ড়ি, জামানত ইত্যাদি বিষয়ে কোন পরিবর্তন আনতে চাইলে তা আবেদনকারীর সাথে আলোচনা করে নেয়। এই আলোচনা সমঝোতাপূর্ণ হলে ব্যাংক ঋণ দেওয়ার চূড়ান্ড়সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করে। সংশি□ষ্ট ব্যাংকের ঋণনীতি অনুযায়ী এই ঋণ মঞ্জুর করতে যদি উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অনুমোদন দরকার হয় তবে তা করা হয়। সবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে ঋণ চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং

ঋণগ্রহীতার ঋণ হিসাবে (খড়ধহ অপপড়ঁহঃ) ঋণের অর্থ স্থানান্ড়র করা হয়। ঋণগ্রহীতা পরবর্তীতে তার প্রয়োজনমাফিক চেক কেটে এই অর্থ উত্তোলন করতে পারে।

পাঠ সংক্ষেপ: ৪.২

- প্রাথমিক আমানত থেকে ঋণ সৃষ্টি এবং ঋণ থেকে পুনরায় আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের বহুগুণীতক ঋণ সৃষ্টি বলে।
- প্রাথমকি আমানতের যতগুণ মোট চাহিদা আমানত সৃষ্টি হয় তাকে বহুগুণীতক চাহিদা আমানত (উবসধহফ উবঢ়ড়ংরঃ গঁষঃরঢ়ষধুবৎ) বলে।
- প্রাথমিক আমানতের যতগুণ উৎপন্ন আমানত সৃষ্টি হয় তাকে বহুগুণক ঋণ (ঈৎবফরঃ গঁষঃরঢ়ষধুবৎ) বলে।
- বহুগুণীতক চাহিতা আমানত = $\frac{১}{\text{প্রয়োজনীয় তারল্য সঞ্চিতি অনুপাত}}$
- বহুগুণক ঋণ = $\frac{১}{\text{প্রয়োজনীয় তারল্য সঞ্চিতি অনুপাত}} - ১$
- ব্যাংক ঋণ অনুমোদনের শুর“ থেকে ঋণ ফেরত পাওয়া পর্যন্ড় যাবতীয় কাজ একটি পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে করে থাকে। পর্যায়গুলো হলো ঃ ঋণের আবেদন গ্রহণ করা, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা, ঋণ বিশে□ষণ করা, ঋণ সম্পর্কে চূড়ান্ড় সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করা, প্রয়োজনীয় দলিলপত্র প্রস্তুত করা, ঋণ চুক্তি সম্পাদন ও ঋণ বিতরণ করা, চুক্তির বাস্ড় বায়ন পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা এবং মেয়াদান্ডে ঋণ আদায় করা।
- ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা, ঋণ প্রকল্প ও জামানত সংক্রান্ড় বিচার বিশে□ষণের কাজকেই ঋণ বিশে□ষণ বলে।
- ঋণ বিশে□ষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎসগুলো হলো আবেদনপত্রে বিবরণ, সংশি□ষ্ট দলিল পত্রাদি, উদ্বৃত্তপত্র ও আয় বিবরণী, প্রতিবেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক কর্মী, ব্যাংক সংরক্ষিত তথ্য, সমধর্মী প্রকল্প, তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (ঈওই) ইত্যাদি।
- ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তার প্রমাণস্বরূপ ঋণগ্রহীতা ব্যাংককে যে সম্পত্তি বা গ্যারান্টি দেয় তাই ঋণের জামানত হিসাবে পরিচিত।
- জামানত প্রধানত দুই ধরনের, যথা- ক) ব্যক্তিক জামানত এবং অব্যক্তিক জামানত।
- ঋণ গ্রহণের সময় ঋণগ্রহীতা কোন প্রকার সম্পত্তি বন্ধক না রেখে যদি শুধুমাত্র অথবা তৃতীয় কোন ব্যক্তির গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা দেয় তাহলে ঐ গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তাকে ব্যক্তিক জামানত বলে।
- ব্যাংক যখন ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে জমি, দালান-কোঠা, পণ্য-দ্রব্য ইত্যাদি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ দেয় তখন ঐ জামানতকে অব্যক্তিক জামানত বলে।
- অব্যক্তিক জামানত ৪ ধরনের হয়ে থাকে যাথা- পূর্বস্বত্ব (খরবহ), পণ্যবন্ধক (চষবফমব), স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক (গড়ৎঃমধমব) এবং দখলহীন বন্ধক (ঐঢ়ড়ঃযবপধঃরড়হ)।
- ঋণ নেওয়ার সময় ঋণগ্রহীতা জামানত হিসাবে ব্যাংকের কাছে কোন পণ্য বা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখলে তাকে পণ্যবন্ধক বলে।
- ঋণ গ্রহণের সময় ঋণগ্রহীতা যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ব্যাংকের কাছে জামানত হিসাবে দেয়, ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ড় যদি ঐ সম্পত্তির স্বত্ব বা প্রয়োজনে ঐ সম্পত্তি দখলে নেওয়ার অধিকার ব্যাংককে দিয়ে থাকে তবে ঐ জামানতকে পূর্বস্বত্ব বা লিয়েন বলে।
- ঋণগ্রহীতা ঋণের জামানত হিসাবে কোন স্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক অধিকার ব্যাংককে দিলে ঐ জামানতকে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক বা মর্টগেজ বলে।
- ঋণগ্রহীতা যদি কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ব্যাংকের কাছে এমনভাবে বন্ধক দেয় যে ঐ সম্পত্তির দখল ঋণগ্রহীতার নিজের কাছেই থাকে, তখন তাকে দখলহীন বন্ধক বলে।
- কোন উত্তম অব্যক্তিক জামানতের বৈশিষ্ট্য হলো এর গ্রহণযোগ্যতা, বিক্রয়যোগ্যতা, তারল্য, প্রকৃত স্বত্ত, বাজার মূল্য ও মূল্যের স্থিতিশীলতা, দায়মুক্ততা, দখল ও গুণাগুণ ইত্যাদি।
- কোন উত্তম ব্যক্তিক জামানতের বৈশিষ্ট্য হলো এর জামিনদারের আর্থিক সামর্থ্য, সততা, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি।

- বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ দেওয়ার সময় ঋণদান কার্যক্রমকে কিভাবে সুষ্ঠ ও নিয়মমাফিক করা যায় সেজন্য আগে থেকেই যে প্রয়োজনীয় কৌশল বা নির্দেশনা ঠিক করে রাখে, তাকে ব্যাংকের ঋণ নীতি বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের বহুগুণীতক ঋণ সৃষ্টি বলতে বুঝায়?
ক) প্রাথমিক আমানত থেকে বিনিয়োগ করা এবং বিনিয়োগ থেকে পুণরায় আমাত সৃষ্টি করা
খ) প্রাথমিক আমানত থেকে ঋণ সৃষ্টি করা এবং ঋণ থেকে উৎপন্ন আমাত সৃষ্টি করা
গ) উভয়ই
ঘ) কোনটিই নয়

২. প্রাথমিক আমানতের যতগুণ মোট চাহিদা আমানত সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয়?
ক) বহুগুণীতক চাহিদা আমানত খ) বহুগুণক ঋণ
গ) দুটোই ঘ) কোনটিই নয়

৩. প্রাথমিক আমানতের যতগুণ উৎপন্ন আমানত সৃষ্টি হয় তাকে বলে-
ক) বহুগুণীতক চাহিদা আমানত খ) বহুগুণক ঋণ
গ) দুটোই ঘ) কোনটিই নয়

৪. ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা, ঋণ প্রকল্প ও জামানত সম্পর্কীত বিচার বিশে□ষণের কাজকে বলা হয়-
ক) ঋণ নীতি খ) ঋণ ব্যবস্থাপনা
গ) ঋণ বিশে□ষণ ঘ) ঋণ অনুমোদন

৫. ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তার প্রমাণস্বরূপ ঋণ গ্রহীতা ব্যাংককে যে সম্পত্তি বা গ্যারান্টি দেয় তাকে বলে-
ক) স্থাবর সম্পত্তি খ) অস্থাবর সম্পত্তি
গ) পণ্যবন্ধক ঘ) ঋণের জামানত

৬. ঋণ নেওয়ার সময় ঋণ গ্রহীতা জামানত হিসাবে ব্যাংকের কাছে কোন দ্রব্য বা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখলে তাকে বলে-
ক) পণ্য বন্ধক খ) পূর্ব স্বত্ত্ব
গ) দখলহীন বন্ধনক ঘ) কোনটিই নয়

৭. ঋণগ্রহীতা ঋণের জামানত হিসাবে কোন স্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক অধিকার ব্যাংককে দিলে ঐ জামানতকে বলা হয়-
ক) পূর্ব স্বত্ত্ব খ) পণ্য বন্ধক
গ) মর্টগেজ ঘ) দখলহীন বন্ধক

৮. বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণদান কার্যক্রমকে সুষ্ঠ ও নিয়মমাফিক করার জন্য আগে থেকেই যে নির্দেশনা বা কৌশল ঠিক করে রাখে তাকে বলে-
ক) ঋণ ব্যবস্থাপনা খ) ঋণ বিশে□ষণ
গ) ঋণ নীতি ঘ) কোনটিই নয়

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৪.১

১. ঘ ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. ক ৮. খ ৯. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৪.২

১.খ ২. ক ৩. খ ৪. গ ৫. ঘ ৬. ক ৭. গ ৮. গ

ক) রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. ব্যাংক ঋণ কাকে বলে? ঋণের প্রকৃতি, ব্যবহার ও মেয়াদ অনুযায়ী ব্যাংক ঋণের শ্রেণীবিভাগ একটি ছকের মাধ্যমে প্রকাশ কর।
২. ঋণের প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যাংক ঋণের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর।
৩. ব্যাংকের ঋণ ও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
৪. চাহিদা আমানত কাকে বলে? একটি উদাহরণের মাধ্যমে প্রাথমিক ও উৎপন্ন আমানত আলোচনা কর।
৫. ব্যাংক কিভাবে উৎপন্ন আমানত সৃষ্টি করতে পারে?
৬. চাহিদা আমানত কিভাবে ও কেন নগদ অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়?
৭. বাণিজ্যিক ব্যাংক কিভাবে বহুগুণীতক ঋণ বা আমানত সৃষ্টি করে উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর।
৮. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রমের ধারাবাহিক ধাপগুলো আলোচনা কর।
৯. ঋণ মঞ্জুর করার সময় বিবেচ্য বিষয়গুলো কি কি আলোচনা কর।
১০. ঋণ বিশে□ষণের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী কোন কোন উৎস থেকে পাওয়া যায় আলোচনা কর।
১১. ঋণের জামানত কাকে বলে? জামানতের প্রকারভেদ আলোচনা কর।
১২. কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে উত্তম জামানত বলা যায়।
১৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণনীতি কাকে বলে? এতে কি কি বিষয়ের দিকনির্দেশনা থাকা দরকার?
১৪. ঋণ বিশে□ষণ কাকে বলে? ঋণ বিশে□ষণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর।
১৫. ঋণ বিশে□ষণ প্রকৃয়ার পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ চিত্রের সাহায্য আলোচনা কর।

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. ব্যাংক ঋণ কাকে বলে?
২. ধার, নগদ ঋণ ও জমাতিরিক্ত ঋণ বলতে কি বুঝায়?
৩. বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক দলিলি ঋণ কাকে বলে?
৪. কি কি পদ্ধতিতে ব্যাংক উৎপন্ন আমানত সৃষ্টি করতে পারে?
৫. ঋণ কার্যক্রমের ধারাবাহিক পদক্ষেপগুলো কি কি অথবা ঋণ কার্যক্রমের ধারাবাহিক পদক্ষেপগুলো উলে□খ কর।
৬. অব্যক্তিক জামানত কাকে বলে? বিভিন্ন ধরনের অব্যক্তিক জামানত সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৭. বহুগুণীতক চাহিদা আমানত এবং বহুগুণক ঋণ কিভাবে হিসাব করা হয় তা সমীকরণের সাহায্যে দেখাও।